অধ্যায়-১১: জীবন বিমা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ জনাব রহিমের বর্তমান বয়স ৪৫ বছর। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি তার সন্ড়ানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্ড়া করে নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি তার স্ত্রীকে বিমাপত্রের নমিনি করেন। পরপর ৩ বছর কিস্ড়িপ্রদান করার পর জনাব রহিমের মৃত্যু হয়। মেয়াদপূর্তির পর তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করে। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. সমর্পণ মূল্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব রহিম কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহিমের স্ত্রী কি বিমা দাবি করতে পারবেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা এককালীন অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্ড়র বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যদি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি বিমাপত্র কোম্পানিকে সমর্পণ করে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। একে সমর্পণ মূল্য বলে।

সমর্পণ মূল্য প্রিমিয়ামের একটি অংশ। বিমা চুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রহিম মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

এই বিমাপত্রে উলি-খিত নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ বিমাকারী পরিশোধ করে থাকে। সাধারণত মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই গৃহীত হয়।

উদ্দীপকের জনাব রহিম শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। তিনি সন্ড়ানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি নির্দিষ্ট একটি মেয়াদকালের জন্য জীবন বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন। যা জীবন বিমার আওতাভুক্ত মেয়াদি বিমাপত্র। উক্ত বিমাপত্রটি মেয়াদপূর্তিতে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রহিমের গৃহীত মেয়াদি বিমাপত্রের একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি তার স্ত্রী হওয়ায় তিনি বিমা দাবির যোগ্য অধিকারী।

মেয়াদি বিমাপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবির অর্থ একত্রে পরিশোধ করা হয়। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা চুক্তির অর্থ গ্রহণের অধিকার রাখে।

উদ্দীপকে জনাব রহিম ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রে জনাব রহিম তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে মনোনয়ন করেন। তবে পরপর তিন বছর বিমা কিস্ড়ি প্রদানের পর জনাব রহিম মারা যান।

জনাব রহিমের স্ত্রী এ পর্যায়ে বিমাপত্রের একমাত্র দাবিদার। মেয়াদি বিমাপত্রের শর্ত পূরণ করে জনাব রহিম তিন বছর পর্যন্ড় প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। আর তার গৃহীত বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উলে-খ করায় বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তার স্ত্রীকে বিমা দাবি পরিশোধে বাধ্য। সঙ্গত কারণে জনাব রহিমের স্ত্রী বিমা দাবি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর তিনি আর্থিক অসামর্থের কারণে তার পক্ষে বিমাপত্রটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে বিমা কোম্পানিকে জানান এবং বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. জীবন বিমা কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব তৌহিদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন- আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব তৌহিদ কী বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রিমিয়াম বা বিমা সেলামির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা নিজের বা অন্যের জীবনের ঝুঁকিজনিত ক্ষতির প্রতিরোধ বা লাঘব করার জন্য বিমা কোম্পানির কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন তাকে জীবন বিমা বলা হয়।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ জীবন বিমার মেয়াদি বিমাপত্র (Endowment policy) গ্রহণ করেছেন।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেয়াদি বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। এই বিমাপত্রে এমন শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাকৃত অর্থ পাবেন।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ১৫ বছরের জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন। তাই এ বিমা পলিসির টাকা তিনি ১৫ বছর পর উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ অর্থ পাবেন। এখানে জনাব তৌহিদের বিমাটি ১৫ বছরের জন্য করা হয়েছে বিধায় তা একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব তৌহিদ বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী হবেন না, তবে তিনি বিমাপত্রের সমর্পণ (Surrender value) মূল্য পাবেন।

বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো কারণে বিমা চালু রাখতে সক্ষম না হলে বিমা কোম্পানির কাছে তা সমর্পণ করতে পারেন। এর ফলে বিমাকারী কোম্পানি থেকে বিমাগ্রহীতা যে অর্থ পান তাকে বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব তৌহিদ ৫ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ১৫ বছরের বিমাপত্রে তিনি ৫ বছর প্রিমিয়াম পরিশোধের পর আর্থিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিমা দাবি আদায়ের জন্য আবেদন করেন।

এখানে তিনি চুক্তি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পূর্ণ মূল্য দাবি করতে পারবেন না। কারণ বিমাপত্রের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাকি আছে এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন। তবে তিনি বিমাপত্রের সমর্পণ মূল্য দাবি করতে পারেন। সমর্পণ মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হলো ন্যূনতম ২ বছর পর্যন্ড় কিস্ড়ি প্রদান করতে হবে। এখানে জনাব তৌহিদ ৫ বছর কিস্ড়ি প্রদান করেছেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ বিমা দাবি না পেলেও সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶৩ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার উত্তরাধিকারী করা হয় তার স্ত্রীকে। বিমা পলিসি গ্রহণকালে তিনি তার একটি মারাত্মক রোগের কথা গোপন রাখেন। তিনটি প্রিমিয়ামের টাকা প্রদানের পর মি. কামাল মৃত্যুবরণ করেন। মিসেস কামাল বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি কী? ১

খ. 'বিমা হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. কামাল কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কোম্পানি মিসেস কামালের বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করে কেন? বুঝিয়ে বলো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নীতি অনুযায়ী বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা বিমা কোম্পানির নিকট স্থানান্তরিত হয় তাকে স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব আসগর তার ব্যক্তিগত গাড়িটি ৩০ লক্ষ টাকার বিমা করেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা কোম্পানি জনাব আসগরের বিমাদাবি পরিশোধ করে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের নিকট ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি অনুযায়ী এই ২০,০০০ টাকা জনাব আসগর দাবি করতে পারবেন না। এই অর্থ বিমা কোম্পানির।

খ বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. কামাল আজীবন বিমা গ্রহণ করেছিলেন।

এ বিমা চুক্তির মাধ্যমে এককালীন, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা আজীবন প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাকৃত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মি. কামাল একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমাপত্রে তিনি তার স্ত্রীকে নমিনি হিসেবে উলে-খ করেন। অর্থাৎ জীবন বিমা পত্রটি মি. কামাল কোনে নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য গ্রহণ করেন নি। মূলত বিমাপত্রটি তিনি তার অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গ্রহণ করেছেন। যা আজীবন বিমাপত্রের মূল বিষয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. কামাল দ্বারা আজীবন বিমাপত্র গ্রহণে বিমাপত্রের অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক লঙ্ঘিত হওয়ায় বিমা কোম্পানি দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

বিমাচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে প্রদানে উভয়পক্ষ একে অন্যের নিকট বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. কামাল বিমাচুক্তি সম্পাদনে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ তিনি বিমার অপরিহার্য উপাদান সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করেছেন। যার ফলে বিমাকারী চুক্তি বাতিল বা ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে বিরত থাকতে পারে। তাই পরবর্তীতে তার মৃত্যুতে বিমাদাবি উত্থাপিত হলে বিমা কোম্পানি তা যৌক্তিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার সময় একটি দুর্ঘটনায় তিমি মারা যান। জনাব হাবিবুর রহমানের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সংসার চালাতে ভয় পান। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, তার স্বামী পরিবারের কথা ভেবে ১৫ বছরমেয়াদি একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। বিমার দাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন। *[কু. বো. ১৭]*

ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১

খ. কোন ধরনের বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের বিমাপত্র করা যায়– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রহমান কী ধরনের জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব রহমানের এই পলিসি তার পরিবারের কাছে কতটুকু গুরুত্ব বহন করেছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জীবন বিমাপত্রে শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

খ গোষ্ঠী বিমাপত্রের অধীনে কারখানার সকল শ্রমিকের জন্য বিমাপত্র গ্রহন করা যায়।

এ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সকলের জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়ে থাকে। নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন।

গ উদ্দীপকে জনাব রহমান মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাকৃত অর্থ বিমাগ্রহীতাকে দেয়া হয়। তবে, বিমা গ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ মেয়াদের পূর্বেই দেয়া হয়। এরূপ বিমাপত্রে একদিকে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান একজন কলেজের প্রভাষক। কলেজ থেকে ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনায় মারা যান। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন যে, তিনি ১৫ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি করেছিলেন। বিমাপত্রে জনাব রহমানের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন তার স্ত্রী। অর্থাৎ মেয়াদি বিমা পলিসির শর্তানুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে জনাব রহমান মারা গেলে তার স্ত্রী এ অর্থ পাবে। আর যদি মারা না যান তাহলে মেয়াদ শেষে তিনি এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব রহমানের বিমাটি একটি মেয়াদি জীবন বিমা।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রহমানের মেয়াদি জীবন বিমা পলিসিটি তার পরিবারের কাছে আর্থিক নিরাপত্তাস্বরূপ ভূমিকা রাখছে।

জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি। কেননা, মানুষের জীবনহানির কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তির জীবনহানি বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার পরিবার কিংবা তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব হাবিবুর রহমান কলেজ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান। এতে তার পরিবার দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। পরবর্তীতে তার স্ত্রী জানতে পারেন, তিনি ১৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা পলিসি করেছিলেন।

বিমাদাবি পেশ করায় বিমা কোম্পানি জনাব রহমানের স্ত্রীকে এ দাবি পরিশোধের আশ্বাস দেন। জীবন বিমা পলিসি হওয়ার কারণে ১৫ বছর পূর্ণ না হলেও তার স্ত্রী বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবে। এর ফলে তার পরিবার আর্থিক নিরাপত্তা পেয়েছে। কেননা, জীবন বিমা পলিসিটি না করা থাকলে তার পরিবারকে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হতো।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব সাঈদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্তানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। যেখানে তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিমা কোম্পানিকে

প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন এবং মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি আবার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ড় তার সন্ড়ানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। তিনি চার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হলে বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিটি তার আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। *[চ. বো. ১৭*

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. জীবন বিমাকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব সাঈদ কোন ধরনের মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানিটি জনাব সাঈদকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব রাব্বির ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফির উক্ত গাড়ির ওপর কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাব্বি তার গাড়িটি জনাব রাফির নিকট বন্ধক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফির আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব সাঈদ মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ড় বিমাগ্রহীতা কিস্ড়ির অর্থ বা প্রিমিয়াম প্রদান করে। পরবর্তীতে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় বিমাপত্রে উলি-খিত নমিনিকে বৃত্তি হিসেবে অর্থ প্রদান করে।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সন্ড়ানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিশেষ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ড় বিমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবেন। মেয়াদ শেষে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ড় তার সন্ড়ানদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। জনাব সাঈদ মূলত তার সন্ড়ানদের লেখাপড়ার ভবিষ্যতের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যেই এ বিমা করেছেন। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, জনাব সাঈদের গৃহীত বিমাটি মেয়াদি জীবন বিমার শিক্ষাবৃত্তি বিমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি শিক্ষা বৃত্তি বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি জনাব সাঈদকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা যৌক্তিক হয়েছে।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসির কিস্ড়ি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ তার সন্ড়ানদের লেখাপড়ার স্বার্থে ১০ বছর মেয়াদি শিক্ষাবৃত্তি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তিনি চার বছর নিয়মিত প্রিমিয়াম পরিশোধের পর বিমাপত্রটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। মূলত তিনি আর্থিকভাবে অসমর্থ হওয়ার কারণে এরূপ আবেদন করেন। বিমা কোম্পানিও তাকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ তিনি বিমা কোম্পানি হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

শর্ত অনুযায়ী সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে দুই বছর বিমার কিস্ড়ির অর্থ বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে জনাব সাঈদ বিমার কিস্ড়ি চার বছর পর্যন্ড় নিয়মিতভাবেই পরিশোধ করেন। অর্থাৎ তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন। সুতরাং, বিমা কোম্পানি কর্তৃক তাকে সমর্পণ মূল্য প্রদানের সিদ্ধান্ড়টি যথার্থই যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৬ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্ড়া করে মি. 'X' একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে শুধু মি. 'X' কে বিমাদাবির অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে মি. 'Y' একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি মেয়াদের মধ্যে মি. 'Y' মারা গেলে তার পরিবারের মনোনিত ব্যক্তিকে অথবা মৃত্যুবরণ না করলে মি. 'Y' কে বোনাসসহ বিমাকৃত অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

[সি. বো. ১৭]

ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

খ. বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. মি. 'X' কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মি. 'Y' কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে'– তুমি কি এ উক্তির সাথে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমাকৃত সম্পদ বা জীবনের ওপর বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বোঝায়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব রাব্বির ব্যবহৃত গাড়ি জনাব রাফি বিমা করতে পারবেন না। কারণ এখানে জনাব রাফির কোনো আর্থিক স্বার্থ নেই। তবে জনাব রাব্বি তার গাড়িটি জনাব রাফির নিকট বন্ধক রাখলে সেক্ষেত্রে জনাব রাফির আর্থিক স্বার্থ সৃষ্টি হবে। তখন জনাব রাফি উক্ত গাড়িটির জন্য বিমা করতে পারবেন।

খ বিমার মাধ্যমে বিমাগ্রহীতা তার সম্ভাব্য ঝুঁকিকে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তাই বিমাকে ঝুঁকি বণ্টনের যৌথ ব্যবস্থা বলা হয়।

বিমা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ড় বিমাগ্রহীতার ক্ষতিকে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিমাকারী বিভিন্ন বিমাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ক্ষতিগ্রস্ড় বিমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণ করে।

গ উদ্দীপকে মি. X কর্তৃক গৃহীত বিমা পলিসিটি বিমাপত্রের মেয়াদের ভিত্তিতে একটি বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র।

বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে যে মেয়াদের জন্য বিমাপত্র খোলা হয় ঐ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমাদাবির অর্থ লাভ করে। এর মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে কোনো প্রকার বিমাদাবি পরিশোধিত হয় না। এরূপ বিমাপত্র সাধারণত ৫ বা ১০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে যাতে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়।

উদ্দীপকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্ড়া করে মি. X একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। যার মেয়াদ ৫ বছর এবং প্রিমিয়ামের পরিমাণ ও অপেক্ষাকৃত কম। তবে এক্ষেত্রে মি. X বিমাপত্রের মেয়াদপূর্তিতে জীবিত থাকলেই কেবল বিমাকারী কোম্পানি দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদর্ত্তীণের পূর্বে মি. X মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধিত হবে না। যা বিশুদ্ধ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মি. Y কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করবে' – এক্ষেত্রে উক্ত বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বা বিমাকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। ফলে এরূপ বিমাপত্র একাধারে বিনিয়োগ ও অন্যদিকে প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. Y বিশ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। উক্ত বিমাপত্রের শর্ত অনুযায়ী মেয়াদের মধ্যে মি. Y এর মৃত্যু হলে তার পরিবারের মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা তিনি জীবিত থাকলে মেয়াদ

শেষে তাকে বিমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. Y একটি সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
মি. Y এর গৃহীত বিমাপত্রটি তার অবর্তমানে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা স্বরূপ। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময় পরপর কিস্তি পরিশোধ করতে হয় বিধায় তা এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে পরিণত হয়। যা পরবর্তীতে বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয়ে রূপ লাভ করবে। আবার মি. Y মারা গেলে এই বিমাটি তার পরিবারের জন্য আর্থিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব মাশরুর বিমা দাবি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে তার ১০০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির জন্য 'মডার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পপুলার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দু'টি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জনাব সামিয়া তার ২০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য 'প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। 'প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানি' উক্ত জাহাজের জন্য আবার 'জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানির' নিকট থেকে ভিন্ন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। *[সি. বো. ১৭]*

ক. শস্য বিমা কী? ১
খ. কোন ধরনের সম্পত্তি বিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব মাশরুর কোন ধরনের বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনতা ইন্সুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে'– তুমি কি এ উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শস্য বিনষ্টের সম্ভাব্য প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) এবং অপ্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহ (যেমন: চুরি, লুট, অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা ইত্যাদি) মোকাবিলার জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয় তাকে শস্য বিমা বলে।

খ অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকে।

বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অগ্নিবিমায় নৈতিক ঝুঁকি বলে। নৈতিক ঝুঁকি অদৃশ্যমান এবং তা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ঝুঁকির মতো এ ঝুঁকি অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ আদায় করা নৈতিক ঝুঁকির আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে জনাব মাশরুর একশ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির জন্য 'মডার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' ও 'পপুলার ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.' নামক দু'টি বিমা কোম্পানি থেকে বিমা পলিসি গ্রহণ করায় তা দ্বৈত বিমা।
এ ধরনের বিমা পলিসিতে একক বিষয়বস্তুকে একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। বিমাকৃত মূল্য না পাওয়ার ঝুঁকি এড়ানোই এরূপ বিমার উদ্দেশ্য। সাধারণত উচ্চ মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিমাপলিসি গ্রহণ করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব মাশরুর বিমা দাবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে তার মালিকানাধীন যন্ত্রপাতি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির মূল্য একশ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হওয়ায় জনাব মাশরুর তা একাধিক বিমা কোম্পানিতে বিমা করেন। এ পর্যায়ে তিনি বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে বিমাকৃত মূল্য নিশ্চিতভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা দ্বৈতবিমার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য।

ঘ উদ্দীপকে উলে-খ্য 'জনতা ইন্সুরেন্সের নিকট বিমা করায় প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের ঝুঁকি কমবে এবং জনাব সামিয়ার বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বাড়বে' – পুনর্বিমার উদ্দেশ্য বিবেচনায় উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত।
এ ধরনের বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি বিমাকারী কর্তৃক অন্য বিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি। এ চুক্তি দ্বারা প্রথম বিমাকারীর গৃহীত ঝুঁকির অংশ দ্বিতীয় বিমাকারীর সাথে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব সামিয়া তার দুইশ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। তবে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানি হতে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে।
প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স, জনতা ইন্সুরেন্স হতে জাহাজের জন্য পুনরায় বিমাপত্র গ্রহণ করায় তা একটি পুনর্বিমা চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই বিমা কোম্পানি। এ পর্যায়ে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কর্তৃক পুনরায় বিমা পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে জনাব সামিয়ার দুইশ কোটি টাকার জাহাজের ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্সের যেমন গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে অনুরূপভাবে জনাব সামিয়ারও বিমা দাবি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ রুবিনা ইসলাম ২০১১ সালে মর্ডান লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর সাথে মাসিক প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমাটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১
খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মেয়াদভিত্তিক কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, মডার্ন লাইফ ইন্স্যুরেন্স রুবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাচুক্তিতে বিমাকারীর ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

সহায়ক তথ্য
জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমা প্রিমিয়াম সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ্য। তবে নৌ, অগ্নি ও অন্যান্য বিমার ক্ষেত্রে একবারেই এরূপ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়।

খ জীবন বিমা ব্যবসায়কে অনুমানের গতানুগতিক ধারা থেকে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ধারায় নিয়ে আসতে মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয়।
অতীত পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণী দ্বারা মৃত্যুহার পঞ্জি নির্ণয় করা হয়। এরূপ পঞ্জি মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন।
সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করা হয়। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে রুবিনা ইসলাম মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্সে এর নিকট ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি করেন। শর্তানুযায়ী, ১০ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্তান বিমার অর্থ পাবে। আর যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রটি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মতো একই সাথে বিনিয়োগ ও

প্রতিরক্ষার সুবিধা প্রদান করছে। সুতরাং, বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রবিনা ইসলামের গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্স রবিনা ইসলামকে তার দাবিকৃত অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে বলে আমি মনে করি।

সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমার প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হলে বিমা কোম্পানি তার প্রিমিয়ামের একটি অংশ ফেরত দেয়। এই অংশটুকুই হলো সমর্পণ মূল্য।

উদ্দীপকে রবিনা ইসলাম মডার্ণ লাইফ ইন্সুরেন্স এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পর আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি বিমাটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

অর্থাৎ আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি জীবন বিমা পলিসিটি বিমা কোম্পানির কাছে সমর্পণ করেন। কমপক্ষে ২ বছর পর্যন্ড় প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হলে এরূপ প্রস্ড়াবে বিমা কোম্পানি সমর্পণ মূল্য প্রদান করে। এখানে রবিনা ইসলাম ৫ বছর পর্যন্ড় প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। সুতরাং, তিনি অবশ্যই বিমা কোম্পানির নিকট হতে সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶৯ রফিক ও শফিক দুই বন্ধু। তারা একই সাথে সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লি.-এ ১০ বছর মেয়াদি ১০ লক্ষ টাকার দুইটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জনাব রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় বিমার প্রিমিয়াম দেয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

খ. 'জীবন বিমা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আর্থিক হাতিয়ার স্বরূপ'– কথাটির তাৎপর্য বিশে-ষণ করো। ২

গ. উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট থেকে কী ধরনের সুবিধা পাবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুই বন্ধুর বিমা সুবিধার চিত্র তুলে ধরো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র ফেরতদানের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : জনাব শামীম ৬ বছরের জন্য ৩ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ৩ বছর পর আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি বিমাটি চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি পেশ করলে বিমা কোম্পানি তার পরিশোধিত প্রিমিয়ামের কিছু অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে তাকে প্রদান করে।

খ জীবন বিমা হলো আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি। ক্ষতি সংঘটিত হলে এ চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

মানব জীবন সংশি-ষ্ট বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা। আর এ বিমা চুক্তি ব্যক্তির যেকোনো দুর্ঘটনায় অক্ষমতা বা তার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক অসহায়ত্বে আর্থিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এটি প্রাত্যহিক জীবনে কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক হাতিয়ার স্বরূপ।

গ উদ্দীপকের শফিক বিমা কোম্পানির নিকট হতে মেয়াদি বিমাপত্রের সুবিধা পাবেন।

জীবন বিমার অন্ড়র্ভুক্ত একটি বিমাপত্র হলো মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমা সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। মেয়াদান্ড়ে বিমাগ্রহীতা নিজে অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারী এ বিমার অর্থ পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শফিক সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর নিকট হতে ১০ বছরের জন্য ১০ লক্ষ টাকার একটি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ বছর পর্যন্ড় বিমা প্রিমিয়াম প্রদান করেন। অর্থাৎ তিনি মেয়াদান্ড়ে বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বিমাটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র। এ বিমার মাধ্যমে শফিক একদিকে বিনিয়োগের সুবিধা এবং অপরদিকে আর্থিক প্রতিরক্ষা পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে বিমা দাবির সম্পূর্ণ অর্থই তার পরিবার পাবে। তাই বলা যায়, শফিক উক্ত বিমাপত্রের মাধ্যমে মেয়াদি বিমার সকল সুবিধাই পাবেন।

ঘ উদ্দীপকের শফিক বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাবেন এবং রফিক শুধু সমর্পণ মূল্য পাবেন।

জীবন বিমা হলো একটি নিশ্চয়তার চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদান্ড়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থই পেয়ে থাকেন। তবে কোনো কারণে মেয়াদপূর্ণ না করতে পারলে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের রফিক এবং শফিক দুজনেই সুরমা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হতে ১০ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে রফিক চাকরিচ্যুত হওয়ায় তার পক্ষে আর বিমার প্রিমিয়াম দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু শফিক তার বিমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ করেন।

উদ্দীপকের শফিক বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমার নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। তাই মেয়াদান্ড়ে তার বিমা দাবির সম্পূর্ণ অংশই তিনি বিমা প্রতিষ্ঠান থেকে পাবেন। অপরদিকে, রফিক বিমা পলিসির মেয়াদপূর্ণ করতে পারেন নি। তবে এক্ষেত্রে তিনি তার বিমা দাবি হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন। কেননা, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানি এই সমর্পণ মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

সহায়ক তথ্য

সমর্পণ মূল্য : এটি হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র ফেরত দেয়ার সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। বিমা কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে মুনাফাবিহীন বিমাপত্রে পরিশোধকৃত বিমা কিস্ড়ির ২৫%-৩০% এবং মুনাফাযুক্ত বিমাপত্রে ৪০% পর্যন্ড় সমর্পণ মূল্য প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶১০ ২০১৩ সালে সাভারে রানা প-াজা ধসে পড়ে। ঐ ভবনে অবস্থিত গার্মেন্টসের অনেক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পাশেই আরেকটি ভবনের গার্মেন্টস কর্মীরা উদ্বিগ্ন। তাই তারা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুরু করল। এজন্য পার্শ্ববর্তী ভবনের গার্মেন্টস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩,০০০ জন শ্রমিকের বিমা করলেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে, যা ১ বছর পর দেয়া হবে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১

খ. জীবন বিমায় চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি কোন ধরনের বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সকল শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার যৌক্তিকতা কী? বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বার্ষিক বৃত্তি হলো নির্দিষ্ট সময়কাল বা মৃত্যুকাল অবধি বিমা কোম্পানি কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা বা বৃত্তি প্রদানের একটি ব্যবস্থা।

খ মানুষের জীবন সংশি-ষ্ট বিপদের ঝুঁকির বিপক্ষে সম্পাদিত বিমা চুক্তিই হলো জীবন বিমা।

বিমাচুক্তির ফলে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে বিমাচুক্তির বিষয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে আইনত বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তি সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিমাগ্রহীতা কর্তৃক গোপন করা হলে বা ভুল তথ্য দিলে বিমাচুক্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই জীবন বিমায় চূড়ান্ড় সদ্বিশ্বাসের প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বিমাচুক্তির সংশি-ষ্ট পক্ষ একে অন্যকে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

গ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি তাৎক্ষণিক বোনাসের ঘোষণা দিয়েছে।

যে বোনাসের অর্থ বোনাস ঘোষণার পরই বা নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করা হয় তাকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলে।

উদ্দীপকে গার্মেন্টস মালিক তার প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার জন শ্রমিকের জন্য বিমা করেন। অনেক গ্রাহক এবং প্রিমিয়াম পাওয়ার ফলে বিমা কোম্পানি ৮% বোনাস ঘোষণা করে। তবে এই বোনাস আগামী ১ বছর পর প্রদান করা হবে। সাধারণত তাৎক্ষণিক বোনাস দুইভাবে প্রদান করা হয়। প্রথমত, বোনাস ঘোষণার পরই প্রদান করা হয় অথবা দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ এক বছর পর বোনাস প্রদান করা হবে বিধায় এটিকে তাৎক্ষণিক বোনাস বলা যায়। সুতরাং বিমা কোম্পানি তাৎক্ষণিক বোনাস ঘোষণা দিয়েছে।

ঘ সব শ্রমিকের জন্য একটিমাত্র বিমা করার বিষয়টি অবশ্যই যৌক্তিক।
সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য যে ধরনের বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে।
উদ্দীপকে রানা প-াজা ধসের পর পার্শ্ববর্তী ভবনের গার্মেন্টস কর্মীরা জীবন বিমা করার জন্য বিদ্রোহ শুর" করেন। তাই গার্মেন্টসের মালিক ৩ হাজার শ্রমিকের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি গোষ্ঠী বিমা করেন।
গোষ্ঠী বিমা বিমাপত্রে তালিকাভুক্ত কোনো বিমাগ্রহীতা মারা গেলেও বিমাপত্র চালু থাকে। এর ফলে মালিককে নতুন করে বিমাপত্র সংগ্রহ করতে হয় না। এ বিমার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত কোনো কর্মী মারা গেলে বিমা কোম্পানি শুধু ঐ কর্মীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। তাছাড়া একাধিক কর্মী কিংবা তালিকাভুক্ত সব কর্মী বিমাপত্রে উলি-খিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি প্রত্যেক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এ বিমায় কম প্রিমিয়াম প্রদান করে একত্রে সব শ্রমিকের জীবন বিমা করা যায়। এতে মালিকের ব্যয় ও ঝুঁকি উভয়ই হ্রাস পায়। একটিমাত্র বিমার মাধ্যমে সব শ্রমিকের ঝুঁকি হ্রাস করা যায় বিধায় গোষ্ঠী বিমা করা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. দায় বিমা কী? ১
খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলল? ২
গ. জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত ঝুঁকিজনিত যেকোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য বিমাগ্রহীতার মতো বিমাকারী প্রতিষ্ঠানও সমভাবে দায়বদ্ধ থাকে তাকে দায় বিমা বলে।

খ নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা যত বেশি সেক্ষেত্রে বিমা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম।
বিমাগ্রহীতার চরিত্র বা পার্শ্ববর্তী লোকজনের কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই নৈতিক ঝুঁকি বলে। এ ধরনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি থাকলে প্রতারণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই এ ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি হলে বিমা কোম্পানি কর্তৃক বিমা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করেন।
কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে দ্বৈত বিমাপত্র বলে।
উদ্দীপকে রিফাত সাহেব তার মেশিনের জন্য 'সোনালী' ও 'রমনা' দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। তিনি প্রথমটির জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয়টির জন্য ৪ লক্ষ টাকার বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সাধারণত, সম্পত্তি বিমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে একই সম্পত্তি একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা যায়। এরূপ বিমাপত্রকে দ্বৈত বিমা বলা হয়ে থাকে। যেহেতু জনাব রিফাত একই মেশিনের জন্য দুটি বিমা কোম্পানির নিকট থেকে বিমাপত্র সংগ্রহ করেন সেহেতু তার বিমাপত্রটি দ্বৈত বিমাপত্রের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তিনি মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ করা পুরোপুরি যৌক্তিক হয়েছে।
সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পত্তির ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বণ্টনের নিমিত্তে একাধিক বিমা কোম্পানিতে একাধিক বিমাচুক্তি সম্পাদন করা হয়, যা দ্বৈত বিমা নামে পরিচিত।
উদ্দীপকে জনাব রিফাত সাহেব একটি মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমাপত্র সংগ্রহ করেন। তিনি সোনালী ও রমনা নামক দু'টি কোম্পানির সাথে একই মেশিনের জন্য বিমাপত্র সংগ্রহ করেন।
সাধারণত অধিক মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকি বিদ্যমান। ফলে একটি বিমা কোম্পানির নিকট এরূপ বিমা করা হলে জনাব রিফাতের বিমাকৃত মূল্য প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানি দেউলিয়াও হয়ে যেতে পারে। তাই আনুপাতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকি দ্বৈত বিমাপত্রের মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। সুতরাং এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্ড়ানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্ড়ানেরা বিমা দাবি পাবেন। অপরদিকে জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা বিমা কিস্ড়িতে ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা না গেলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমা দাবি পাবেন। *[রা. বো., সি. বো. ১৬]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব X এবং জনাব Y গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অতীতের পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমায় প্রতি হাজারে সম্ভাব্য মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বলিত সারণিকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে।

খ বড় ঝুঁকির ক্ষেত্রে একটি বিমা কোম্পানি সব ঝুঁকি নিতে সক্ষম না হলে ঝুঁকির অংশবিশেষ পুনঃচুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো বিমা কোম্পানির ওপর ন্যস্ড় করলে তাকে পুনর্বিমা বলে।
পুনর্বিমা তখনই করা হয় যখন একটি বিমা কোম্পানি অনুধাবন করে যে তার গৃহীত ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক হয়ে যাচ্ছে এবং সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুনর্বিমার মাধ্যমে ঝুঁকিকে বিমাকারীদের মাঝে পুনর্বণ্টন করা হয় ঝুঁকি হ্রাস ও ঝুঁকি বণ্টনের উদ্দেশ্যে।

গ উদ্দীপকে জনাব X কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।
স্বল্প মেয়াদের জন্য অর্থাৎ তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য যে জীবন বিমাপত্র খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। কেবলমাত্র বিমাকৃত মারা গেলেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবির অর্থ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে সরকারি চাকরিজীবী জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্ড়ানদের নিয়ে চিন্ড়িত এবং তাদের কথা বিবেচনা করে দুই বছর মেয়াদি একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। চুক্তিপত্র অনুযায়ী দুই বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার সন্ড়ানেরা বিমাদাবি পাবেন। আবার সাময়িক বিমার শর্তানুযায়ী তিনি যদি মারা না যান তাহলে তিনি বিমাদাবির কিছুই পাবেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে,

জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাময়িক বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। তাই তার গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ জনাব X এবং জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্র দুটি যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক বলে আমি মনে করি।

যে বিমাপত্রের অর্থ বিমার মেয়াদপূর্তিতে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে নিশ্চিতভাবে পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X সোমালিয়া যান, যে কারণে তিনি দুই বছরের একটি সাময়িক বিমাপত্র নেন। পক্ষান্তরে, জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা কিস্তিতে ১০ বছর মেয়াদি ৩ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এখানে তিনি মারা না গেলেও টাকা পাবেন।

উদ্দীপক অনুসারে জনাব X-কে জনাব Y অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু জনাব X কর্তৃক গৃহীত সাময়িক বিমাপত্রে কেবল তার মৃত্যুতেই বিমাদাবি পরিশোধ করা হবে। অথচ জনাব Y কর্তৃক গৃহীত মেয়াদি বিমাপত্রে তার মৃত্যুতে মনোনীত ব্যক্তি বা মেয়াদপূর্তিতে স্বয়ং জনাব Y ঐ বিমাদাবির অর্থ ভোগ করতে পারবেন, যা জনাব X পারবেন না। তাছাড়া সাময়িক বিমাপত্র সম্পূর্ণ মুনাফাবিহীন। তাই লাভজনকতা বিচারে জনাব X ও জনাব Y-এর গৃহীত বিমাপত্রদ্বয়ের মধ্যে জনাব Y-এর বিমা অর্থাৎ মেয়াদি বিমা জনাব X-এর সাময়িক বিমা অপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১৩ মি. সাজ্জাদ একজন বৈমানিক। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি পেশায় নিয়োজিত থাকায় তার পরিবারের কথা চিন্তা করে তিনি এককালীন কিস্তি পরিশোধের ভিত্তিতে ৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করেন। ৫ বছর অতিবাহিত হলে তিনি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে মি. আলমগীর ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মি. আলমগীরের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি দাবি পরিশোধ করে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. সমর্পন মূল্য কী? ১
খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ যে বিমাপত্র ক্রয় করেছেন তা মেয়াদের ভিত্তিতে কী ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ২য় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা পলিসি কোম্পানির নিকট অর্পণের পর পলিসি মালিক যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে তাকে সমর্পন মূল্য বলে।

খ অতীত পরিসংখ্যানের আলোকে নির্দিষ্ট বয়সসীমার হাজার প্রতি মৃত্যুর সম্ভাবনা যে সারণিতে প্রস্তুত করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে। মৃত্যুহার পঞ্জি তালিকা সাধারণত বিমাকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এর সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ মেয়াদের ভিত্তিতে একটি সাময়িক বিমাপত্র ক্রয় করেছেন।

যে বিমাপত্রে স্বল্প মেয়াদের জন্য সাধারণত ৩ মাস থেকে ৫ বছরের জন্য খোলা হয় তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। এ বিমাপত্রে মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী বিমাদাবি আদায় করতে পারেন। তবে মারা না গেলে কোনো বিমাদাবি প্রদান করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. সাজ্জাদ এককালীন কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র ক্রয় করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বেঁচে থাকায় তিনি কোনো বিমাদাবি পাননি। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক বিমাপত্র। এ ধরনের জীবন বিমায় শুধু বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলেই বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রিমিয়াম বিমা কোম্পানির লাভ। সুতরাং মি. সাজ্জাদের ক্রয়কৃত বিমাপত্রটি একটি সাময়িক জীবন বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়।

নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষে বা বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে উলি-খিত মি. আলমগীর ১৮ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ৫ বছর প্রিমিয়াম প্রদানের পর তিনি মারা যান। মি. আলমীগের স্ত্রী বিমাদাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। কারণ, তার গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি বিমাপত্র ছিল।

মি. আলমগীরের নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রিমিয়াম প্রদান করেন। এ প্রিমিয়ামের অর্থ যেহেতু মেয়াদপূর্তির আগে প্রদান করা হবে না তাই বিমা কোম্পানি এ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায়। আবার মি. আলমগীর যেহেতু কিস্তিতে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাই এটি তাকে সঞ্চয়ের সুবিধাও প্রদান করছে। মেয়াদপূর্তিতে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে এককালীন বিমাদাবি প্রাপ্তিতে তা বিনিয়োগযোগ্য মূলধন হিসেবেও পরিগণিত হয়। তাই বলা যায়, মি. আলমগীরের বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রিয়াজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। স্বল্প বেতনের কারণে তিনি নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি 'আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুইটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে বিমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমাগ্রহীতা নিজে বিমা দাবি লাভ করবেন। বিমা পলিসি গ্রহণের ১০ বছর পর জনাব রিয়াজের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা উভয়ই বিমা দাবি প্রাপ্তির জন্য বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করে। বিমা কোম্পানিটি জনাব রিয়াজের মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার স্ত্রীর দাবিকে সমর্থন করে দাবি পূরণের নিশ্চয়তা দেন। *[কু. বো. ১৬]*

ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব রিয়াজ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমা প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক জনাব রিয়াজের মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা করার একটি কৌশল।

খ জীবন বিমা এক ধরনের নিশ্চয়তার চুক্তি।

মানুষের জীবন সংশি-ষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবিলার ব্যবস্থাই জীবন বিমা। অন্যান্য বিমার মতো এটি কোনো ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কারণ, জীবনহানি হলে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে জীবনহানি বা ক্ষতির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ যে ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন তা মেয়াদি বিমাপত্র।

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মেয়াদি বিমা করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়। মেয়াদি বিমাপত্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য ইস্যু করা হয়।

উদ্দীপকে রিয়াজ আলফা বিমা কোম্পানির নিকট থেকে নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি আলাদা দুটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি আর মৃত্যু না হলে বিমাগ্রহীতা নিজে বিমাদাবি লাভ করবেন। অর্থাৎ

তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি ২০ বছর সময়ের জন্য বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমার দাবি আদায় করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি তার নিজের ও স্ত্রীর জন্য পৃথক দুটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ জনাব রিয়াজের বিমার ক্ষেত্রে তার মা মনোনীত ব্যক্তি না হওয়ায় বিমা কোম্পানি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

যে বিমাপত্রের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ করলে বিমাকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ের আগে তার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার টাকা পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রিয়াজ তার নিজের ও স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি দুটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার গৃহীত পলিসি দুটি মেয়াদি বিমাপত্র। পলিসি গ্রহণের ১০ বছর পর তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী ও মা উভয়ই বিমা কোম্পানির নিকট দাবি পেশ করেন। বিমা কোম্পানি তার মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করে তার স্ত্রীকে বিমাদাবি পরিশোধ করে।

জনাব রিয়াজের বিমা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিমাকৃত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা মৃত্যু না হলে তিনি নিজে বিমাদাবি লাভ করবেন। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকেই বিমা কোম্পানি বিমাদাবি পরিশোধ করবে। তাই তার মাকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয়নি। কেননা, বিমাপত্রে তার বৃদ্ধা মা মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রিয়াজের মনোনীত ব্যক্তি তার মা না হওয়ায় বিমা কোম্পানি কর্তৃক তার মায়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৫ মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র ৩টি প্রিমিয়াম প্রদান করে মৃত্যুবরণ করেন। *[চ. বো. ১৬]*

ক. বোনাস কী? ১

খ. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান যে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেন তা কোন ধরনের? বিস্তারিত লেখো। ৩

ঘ. সম্পূর্ণ বিমার টাকা দাবি উক্ত পরিবারের জন্য কতটা যৌক্তিক বলে তুমি করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি অধিক মুনাফার যে অংশ বিমাগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করে সেই বিতরণকৃত লভ্যাংশকেই বোনাস বলে।

খ বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে আর্থিক স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। এ ধরনের স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

সাধারণত বিমাযোগ্য স্বার্থ বিমাকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়। মূলত বিমার বিষয়বস্তুর ওপর বিমাকারীর আর্থিক স্বার্থ থাকে এবং বিমাকারী প্রতিষ্ঠান এ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

যে জীবন বিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এবং এ সময়ের মধ্যে ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে মেয়াদপূর্তিতে বিমাগ্রহীতাকে বিমাদাবি পরিশোধ করা হয় তাকে মেয়াদি বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের কথা বিবেচনা করে ১৮ বছর মেয়াদি একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। যা জীবন বিমাপত্রের মেয়াদি বিমার বৈশিষ্ট্য। মূলত মেয়াদি জীবন বিমাপত্র দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারণত ৫ বছর থেকে অধিক সময়ের জন্য এ বিমাপত্র গৃহীত হয়ে থাকে এবং এতে বিমা প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম হয়। সুতরাং মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটির দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় তা মেয়াদি জীবন বিমাপত্র ।

ঘ উদ্দীপকে মনিরুজ্জামানের মৃত্যুতে তার পরিবার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিমার টাকা দাবি যথার্থই যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা না গেলে মেয়াদপূর্তিতে তাকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মনিরুজ্জামান নিজের অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নিজের জীবনের ওপর একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। জীবন বিমাপত্রটির মেয়াদ ১৮ বছর। অর্থাৎ মনিরুজ্জামানের গৃহীত বিমাপত্রটি একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। তবে কেবলমাত্র তিনটি বিমা প্রিমিয়াম কিস্তি পরিশোধ করে মনিরুজ্জামান মারা যান।

মনিরুজ্জামান যেহেতু তার অবর্তমানে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিমাপত্রটি গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু তার পরিবারের দ্বারা বিমাদাবি উপস্থাপন যৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে বিমা কোম্পানি সম্পূর্ণ বিমামূল্য পরিশোধ করবে কিনা। মেয়াদি বিমাপত্রের বিমাদাবি পরিশোধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাদাবি পূরণে বাধ্য থাকে। তাই মনিরুজ্জামানের জীবন বিমাপত্রটি মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় তার পরিবার বিমার সম্পূর্ণ মূল্য পাওয়ার যৌক্তিক দাবিদার।

প্রশ্ন ▶১৬ ওমর ফারুক আলিকো ইনসুরেন্সে ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। প্রতি ৬ মাস অন্তর তিনি কিস্তি প্রদান করতে থাকেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী তিনি ছয়টি রোগের জন্য চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর অতিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা করে অতিরিক্ত প্রদান করতে বলে। *[চ. বো. ১৬]*

ক. বৈধ প্রতিদান কী? ১

খ. দ্বৈত বিমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ওমর ফারুকের জন্য কোন ধরনের বিমা সহায়ক? কেন? ৩

ঘ. বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা যে বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে বিমাকারীকে প্রতিদান হিসেবে অর্থ প্রদান করে তাকে বৈধ প্রতিদান বলে।

খ কোনো বিমাগ্রহীতা যখন একই বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক বিমা কোম্পানির সাথে পৃথক পৃথক বিমা চুক্তি সম্পাদন করে তাকে দ্বৈত বিমা বলে।

সাধারণত বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য অধিক হলে একক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা ক্ষেত্রবিশেষে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। সেক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা দুই বা ততোধিক বিমা কোম্পানির আশ্রয় নেয়। একক কোম্পানির নিকট বিমা না করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমাকৃত সম্পত্তির ঝুঁকি ভাগ করে বিমা করা হয় বিধায় একে দ্বৈত বিমা বলে।

গ উদ্দীপকের আলোকে ওমর ফারুকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্য বিমা বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে এক ধরনের চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার অসুস্থজনিত কারণে প্রয়োজনীয় সকল চিকিৎসা ব্যয় বিমাকারীর কাছে হস্তান্তর করে। বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা বিমাকারী করে।

উদ্দীপকে ওমর ফারুক আলিকো ইন্স্যুরেন্স থেকে একটি ১৮ বছর মেয়াদি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তার এই বিমাপত্রটি মেয়াদি জীবন বিমা। ২ বছর অতিবাহিত হবার পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করে। এক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করা তার জন্য সুবিধাজনক হবে। কেননা স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট রোগের ব্যয়ভার বিমা কোম্পানি গ্রহণ করে। তাই স্বাস্থ্য বিমাপত্র গ্রহণ করলে তিনি একটি নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদান করে নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগের চিকিৎসা ব্যয় বিমা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিমা চুক্তিতে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার ঝুঁকি বহনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর বিপরীতে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, যাকে প্রিমিয়াম বলে। এটি হলো বিমাকারী কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য।

উদ্দীপকে ওমর ফারুক আলিকো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ১৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতি ৬ মাস অন্তর কিস্তি প্রদান করেন। বিমা চুক্তি অনুসারে তিনি ছয়টি রোগের চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। ২ বছর পর বিমা কোম্পানি হৃদরোগের ব্যয়ভার বহন করার শর্তে প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করে।

ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাই প্রিমিয়াম। ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী জীবন বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। বিমাকৃতের স্বাস্থ্যগত অবস্থা খারাপ হলে প্রিমিয়ামের হার বেশি হবে। উদ্দীপকে আলিকো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী ছয়টি রোগের জন্য চিকিৎসা ব্যয় পাবার দাবিদার। পরবর্তীতে হৃদরোগের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রতি কিস্তিতে ৯০০ টাকা অতিরিক্ত দাবি করেছে। ৯০০ টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করলে জনাব ওমর ফারুক মোট সাতটি রোগের চিকিৎসা ব্যয় পাবেন। তাই বিমা কোম্পানির অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবি করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. খান ও মি. জামান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনই 'কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি-এর সাথে বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মি. খান বাৎসরিক এককালীন প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। তিনি ভুলক্রমে নমিনি নির্ধারণ করেন নি। মি. জামান কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে তার স্ত্রী ও মি. জামান উক্ত বিমা কোম্পানির নিকট বিমা দাবি চেয়ে আবেদন করলে বিমা কোম্পানিটি ক্ষতিপূরণে অপারগতা জানায়। *[য. বো. ১৬]*

ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

খ. বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. মি. জামানের ক্ষতিপূরণ না দেয়ার পিছনে কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. খান ও মি. জামান বিমা চুক্তিতে কী ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো মেয়াদি বা আজীবন বিমাপত্র গ্রহীতা উক্ত বিমাপত্র চালিয়ে যেতে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানির নিকট তা সমর্পণ করলে বিমা কোম্পানি যে মূল্য ফেরত দেয় তাকে সমর্পণ মূল্য বলে।

খ বিমা হলো এক ধরনের লিখিত চুক্তি। এই চুক্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বস্তুর ক্ষতির ভার নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমা কোম্পানির ওপর অর্পণ করে।

সাধারনত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে বিমা চুক্তি করা হয়। এ চুক্তি অনুসারে বিমাকৃত বস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যেহেতু ক্ষতি হতে রক্ষার্থে এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় তাই বিমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. খান কর্তৃক গৃহীত বিমাপত্রে মি. জামানকে মনোনীত না করায় কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. তাকে বিমাদাবি পরিশোধ করেনি।

জীবন বিমা চুক্তির মাধ্যমে বিমাকারী বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে দাবি পরিশোধে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান দুই বন্ধু কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.-এর সাথে জীবন বিমাচুক্তি করেন। কিন্তু মি. খান ভুলক্রমে বিমাপত্রে মনোনীত ব্যক্তির তথ্য উলে-খ করেননি। পরবর্তীতে পাঁচ বছর পর মি. খানের মৃত্যুতে মি. জামান দ্বারা বিমাদাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু বিমাকারী দাবি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ মি. খানের বিমাপত্রে মি. জামান তার মনোনীত ব্যক্তি নয়। তাই কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি. মি. জামানকে মি. খানের মৃত্যুতে দাবি পরিশোধ বাধ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. খান-এর বিমা চুক্তিতে যে ত্রুটি বিদ্যমান তা হলো, মনোনীত ব্যক্তি অনির্ধারণ।

বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমাদাবি কাকে পরিশোধ করা হবে এ বিষয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম পূর্ব অনুমোদনকে মনোনয়ন বলে। বিমাগ্রহীতা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এরূপ মনোনয়ন দিতে পারেন।

উদ্দীপকে মি. খান ও মি. জামান কাঞ্চন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে বিমা চুক্তি করেন। মি. খান এবং মি. জামান কিস্তিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করেন। মি. খান ৫ বছর পর মারা গেলে মি. জামান ও মি. খানের স্ত্রী বিমাদাবি পেশ করেন। কিন্তু বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে।

উদ্দীপকে বিমা কোম্পানি মি. খানের স্ত্রীর ও মি. জামানের বিমাদাবি পূরণ করেনি। কেননা, মি. খানের বিমাচুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। জীবন বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলোর মধ্যে মনোনয়ন অন্যতম। বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমাদাবি আদায় করতে পারে। চুক্তিতে এর ব্যত্যয় ঘটলে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বিমাকারী ক্ষতিপূরণে বাধ্য নয়। মি. খান তার বিমাপত্রে কোনো মনোনীত ব্যক্তির নাম উলে-খ করেনি। অর্থাৎ মি. খানের মৃত্যুতে কে বিমাদাবি পাবেন তা বিমাপত্রে উলে-খ করা নেই। তাই বিমাচুক্তিতে মনোনীত ব্যক্তির নাম উলে-খ না থাকায় তার বিমা চুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. ভট্টাচার্য একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন। এখন আর তিনি সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন আপনি কিছু টাকা নিয়ে চলে যান, আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবেন না। তিনি এ কথা শোনার পর মনে কষ্ট পাচ্ছেন। *[ব. বো. ১৬]*

ক. প্রিমিয়াম কী? ১

খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার পত্র কেন বলা হয়? ২

গ. মি. ভট্টাচার্য কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোনো বিমাগ্রহীতা যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করে তাকে প্রিমিয়াম বলে।

খ যে বিমা চুক্তিতে কোনো ক্ষতি সংঘটিত হলে ক্ষতিপূরণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

জীবনহানি হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে, মানুষের ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই জীবন বিমাকৃত কেউ মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে- বিমা কোম্পানি তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এ জন্য জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়ামের টাকা এককালীন বা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পরিশোধ করে যান তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে।

উদ্দীপকের মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন এবং ৩০ বছর ধরে প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। তার মৃত্যু হলে তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী পুরো টাকা পেয়ে যাবেন। আজীবন মেয়াদি মানেই হলো সারা জীবন প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তবে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিমাদাবি গ্রহণ করতে পারবেন না, চুক্তিতে এমনই উলে-খ থাকে। সুতরাং, মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি বিমাপত্র খুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন যথার্থ।
বিমাগ্রহীতা কর্তৃক বিমাপত্রের প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা সম্ভব না হলে, তিনি বিমা কোম্পানির নিকট সমর্পণ করলে কিছু অর্থ পেতে পারেন, এ অর্থকে বলে 'সমর্পণ মূল্য'।
উদ্দীপকে মি. ভট্টাচার্য আজীবন মেয়াদি জীবন বিমা খোলায় তাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় প্রিমিয়ামের টাকা দিতে হবে। কিন্তু তিনি প্রিমিয়াম আর চালাতে পারছেন না। তাই তিনি বিমাকারীকে জানান এবং বিমাকারী তাকে বিমাপত্র সমর্পণ করতে বলে।
মি. ভট্টাচার্য যে আজীবন বিমা করেছেন তাতে তাকে সারা জীবন বাধ্যতামূলকভাবে প্রিমিয়াম দিতে হতো। তিনি প্রিমিয়াম চালু রাখতে না পারায় বিমা কোম্পানির যে ক্ষতি হবে তা তারা সমর্পণ মূল্য প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় করে নিতে পারবে। অপরদিকে মি. ভট্টাচার্য তার বিমাপত্র বিমা কোম্পানিতে অর্পণ করে যে কিছু পরিমাণ অর্থ সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন, তা তার জন্য লাভজনক হবে। সুতরাং বলা যায়, বিমা কর্মকর্তা মি. ভট্টাচার্যকে যে সমর্পণ মূল্য নেয়ার পরামর্শ দেন তা যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৯ জনাব শওকত জাতিসংঘের শান্ড়ি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব সারওয়ার ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে একটি বিমা পলিসি সংগ্রহ করেন। মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে ভিন্ন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। **A** *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

A ক. ফটকা ঝুঁকি কাকে বলে? ১
A খ. কোন ধরনের জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমাদাবি পরিশোধিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
A গ. জনাব শওকত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. 'জনতা ইন্স্যুরেন্স-এর নিকট বিমা করায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঝুঁকি কমবে'-তুমি কি এই উক্তি সমর্থন করো? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ধরনের ঘটনা বা অনিশ্চয়তার ফলে প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে লাভ বা ক্ষতি যেকোনোটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে ফটকা ঝুঁকি বলে। **A**

খ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রে মৃত্যু ও মেয়াদপূর্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিমা দাবি পরিশোধিত হয়। **A**
এরূপ বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। আর যদি বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকে তাহলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শওকত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। **A**
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয়। এক্ষেত্রে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে জনাব শওকত জাতিসংঘের শান্ড়ি মিশনে যোগদানের জন্য জাপান যাচ্ছেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে তিনি নিজের জন্য একটি জীবন বিমা করেন। ১ বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি তার বিমাটি পুনরায় নবায়ন করেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্র স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে নবায়ন করতে হয়। এখানে জনাব শওকত এরূপ বিমাপত্র নিয়েছেন, যেখানে ১ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, জনাব শওকত সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনতা ইন্স্যুরেন্সের নিকট পুনর্বিমা করায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঝুঁকি অবশ্যই কমবে। **A**
বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির অংশ বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে নতুন কোনো বিমা কোম্পানির নিকট হস্ড়ান্ড়র করতে পারে। এরূপ পুনঃচুক্তিই পুনর্বিমা হিসেবে পরিচিত।
উদ্দীপকে মর্ডান ইন্স্যুরেন্স জনাব সারওয়ারের সাথে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজের জন্য একটি বিমা চুক্তি করে। মর্ডান কোম্পানি উক্ত জাহাজের জন্য আবার জনতা ইন্স্যুরেন্সের নিকট থেকে নতুন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরবর্তীতে সম্পাদিত বিমা চুক্তিটি হলো পুনর্বিমা।
এখানে পুনর্বিমা চুক্তিতে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয়ই হলো বিমা কোম্পানি। অধিক মূল্যমানের বিমা পলিসি হওয়ায় মর্ডান ইন্স্যুরেন্সে তা পুনর্বিমা করেছে। কেননা, কোনো কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বিমা কোম্পানির দেউলিয়া হতে পারে। এরূপ পুনর্বিমা করায় জাহাজের অংশ বিশেষের ঝুঁকি বর্তমানে জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ওপর পড়বে। এতে মর্ডান ইন্স্যুরেন্সের গৃহীত ঝুঁকি বণ্টিত হয়ে যাবে বলে গৃহীত ঝুঁকি কমবে।

প্রশ্ন ▶২০ জনাব লিয়াকত একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ৩০ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তার সাথে দেখা করলেন। কর্মকর্তা বললেন, কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না। তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। **A** *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]*

A ক. সাময়িক বিমাপত্র কী? ১
A খ. মৃত্যুহার পঞ্জি বলতে কী বোঝায়? ২
A গ. জনাব লিয়াকত কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা চুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় তাকে সাময়িক বিমা বলে। **A**

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তিদের একটি পরিসংখ্যানিক তালিকা। **A**
এ তালিকায় নির্দিষ্ট বয়স সীমায় প্রতি হাজারে কত জন মৃত্যুবরণ করে তা দেখানো হয়। এ তালিকায় কোন বয়স সীমায় মৃত্যু ঝুঁকি কেমন তা প্রকাশ করা হয়। বিমা কোম্পানির ক্ষেত্রে মৃত্যু ঝুঁকি ও প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। **A**
আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে তার মৃত্যুকাল বা নির্দিষ্ট সময়কাল বা একবারে প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।
উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত ৩০ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি এখনো সেই বিমাপত্রের প্রিমিয়াম দিয়ে চলছেন। কেননা, চুক্তি অনুযায়ী তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের সুবিধা তিনি নিজে ভোগ করতে পারবেন না। তার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তি বা স্ত্রী-সন্ড়ানদের বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ড় বিমাপত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে বিধায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, এটি আজীবন বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকতকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং তা যথার্থ। **A**
সমর্পণ মূল্য হলো বিমা পলিসি সমর্পণের বিনিময় মূল্য। বিমাগ্রহীতা কোনো কারণে বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে না পারলে বিমা কোম্পানির কাছে ঐ পলিসি সমর্পণ করতে পারেন। তখন তার প্রদত্ত প্রিমিয়াম থেকে যে অংশটুকু বিমা কোম্পানি প্রদান করবে তাই সমর্পণ মূল্য।
উদ্দীপকে জনাব লিয়াকত আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তাই চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় তাকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। কিন্তু, বর্তমানে তিনি এ প্রিমিয়াম আর প্রদান করতে পারছেন না। তাই বিমা কর্মকর্তা তাকে এ পলিসি সমর্পণের পরামর্শ দেন।
অর্থাৎ বিমা পলিসি সমর্পণের ফলে তাকে আর প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে না। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্থ তিনি সমর্পণ মূল্য হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ সমর্পণের ফলে তার ক্ষতির পরিবর্তে লাভই হবে। তাই বলা যায়, বিমা কর্মকর্তার পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. চমন একটা জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন আজ থেকে ২৫ বছর আগে। প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। এখন আর সেটা চালাতে পারছেন না। তিনি বিমা কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করলে বিমা কর্মকর্তা বললেন, —"কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আপনাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না।" তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। **A** *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

A ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
A খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
A গ. মি. চমন কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট বয়সের ১,০০০ ব্যক্তির মৃত্যু হারকে যে তালিকায় প্রকাশ করা হয় তাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে। **A**

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিবর্তে আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। **A**
জীবন বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। কেননা কারো জীবনহানি ঘটলে বা কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করলে এর প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। এজন্যই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. চমন আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। **A**
আজীবন বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল পর্যন্ড় বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার মূল্য পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. চমন ২৫ বছর আগে একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। বর্তমানেও তিনি এ বিমার প্রিমিয়াম দিয়ে চলেছেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই তা দিয়ে যেতে হবে। সাধারণত আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই মৃত্যুকাল পর্যন্ড় বিমাগ্রহীতাকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়। এখানে মি. চমনের গৃহীত বিমাপত্রটির সাথে আজীবন বিমাপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমা কর্মকর্তা মি. চমনকে সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং তা যৌক্তিক। **A**
সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালাতে ব্যর্থ হলে তা মেয়াদের পূর্বে জমা দিলে বিমা কোম্পানি এ মূল্য প্রদান করে।
উদ্দীপকে মি. চমন একটি আজীবন বিমাপত্র খুলেছিলেন। তিনি ২৫ বছর যাবৎ এ বিমা পত্রের প্রিমিয়াম পরিশোধ করে আসছেন। বর্তমানে তিন এ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারছেন না। তখন বিমা কর্মকর্তা তাকে কিছু টাকা নিয়ে চলে যেতে বলে।
অর্থাৎ, মি. চমন তার বিমা পলিসিটি সমর্পণ করলে আর প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে না। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তাকে তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের একটি অংশ সমর্পণ মূল্য হিসেবে প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মি. চমনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিমা কর্মকর্তার দেয়া সমর্পণ মূল্য গ্রহণের পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের বিশ বছর পর তিনি হঠাৎ করেই একদিন মারা যান। পরবর্তীতে তার ছেলে ও মেয়ের বিমা দাবির টাকা আদায় করতে গেলে বিমা কোম্পানি ছেলেকে টাকা না দিয়ে তার মেয়েকে টাকা প্রদান করে। **A**
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

A ক. আজীবন বিমাপত্র কী? ১
A খ. বোনাস বলতে কী বোঝায়? ২
A গ. মি. মারজুক কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিলেন? মতামত দাও। ৩
A ঘ. বিমা কোম্পানি বিমা দাবির টাকা মি. মারজুক সাহেবের ছেলেকে প্রদান না করে তার মেয়েকে প্রদান করার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল বা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ড় প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং বিমা কোম্পানি, বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে তাকে আজীবন বিমাপত্র বলে। **A**

খ বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে। **A**
জীবন বিমা ব্যবসায়ে মুনাফার একটি অংশ জীবন বিমাপত্র গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই বণ্টনকৃত মুনাফার অংশই বোনাস হিসেবে বিবেচিত। চুক্তিতে উলে-খ থাকলে এ বোনাস নগদে দেয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ বোনাস প্রিমিয়ামের সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. মারজুক আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। **A**
আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মৃত্যুকাল অথবা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ড় প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. মারজুক একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে রাখা হতো। চাকরিতে যোগদানের ২০ বছর পর হঠাৎ একদিন তিনি মারা যান। তাই বিমা কোম্পানি তার মেয়েকে বিমার মূল্য পরিশোধ করে। এখানে আজীবন বিমাপত্রের মতোই মি. মারজুক অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ড় প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছেন। অর্থাৎ তার বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি আজীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মারজুকের বিমাপত্রের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম থাকায় বিমা কোম্পানি ছেলেকে না দিয়ে মেয়েকে বিমা দাবি পরিশোধ করে। **A**
মনোনীত ব্যক্তি বলতে, বিমাগ্রহীতা তার অবর্তমানে বিমাপত্রের দাবিদার হিসেবে যার নাম উলে-খ করেন তাকে বোঝায়। কোনো নামের উলে-খ না থাকলে তার উত্তরাধিকারগণ বিমা দাবি পেয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. মারজুক সরকারি চাকরি করেন। তিনি প্রতি মাসে বেতনের নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে জীবন বিমার প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদান করতেন। হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ার পর বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে তা প্রদান করে।
বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদান করে। এখানে মি. মারজুকের মৃত্যুর পর তার ছেলে ও মেয়ে উভয় বিমা দাবি করেন। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে বিমার অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থাৎ বিমাপত্রে মি. মারজুকের অবর্তমানে মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তার মেয়ের নাম রয়েছে। এ কারণেই বিমা কোম্পানি তার ছেলেকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে টাকা দেয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মি. রাতুল নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ২ বছরের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলেও বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। অন্যদিকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে এবং ৫ বছর পর তিনি মারা যান। মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। **A** *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা; নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

A ক. জীবন বিমা কী? ১
A খ. জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয় কেন? ২
A গ. মি. রাতুল কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. মি. রনির বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়- বিশে-ষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জীবন সংশি-ষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা। **A**

খ জীবন বিমায় কারো জীবনহানি হলে বা কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করলে তার ক্ষতি অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে। **A**
কারো জীবনহানি কিংবা পঙ্গুত্বের ক্ষতি আর্থিকভাবে পরিমাণ করা সম্ভব নয়। তাই বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ড় পরিবার বা ব্যক্তিকে কখনই প্রকৃত ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। এজন্য জীবন বিমায় বিমা কোম্পানি সবসময় নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলে।

গ উদ্দীপকে মি. রাতুল সাময়িক জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। **A**
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণত ৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ড় হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই কেবল বিমার অর্থ তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে মি. রাতুল নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে ২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মেয়াদপূর্ণ হলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। এখানে মি. রাতুলের গৃহীত বিমাপত্রের মেয়াদ সাময়িক বিমাপত্রের মেয়াদের অনুরূপ। অন্যভাবে বলা যায়, ২ বছরের মধ্যে মি. রাতুল মারা না যাওয়ায় বিমা কোম্পানি বিমার অর্থ পরিশোধ করেনি বিধায় এটি অবশ্যই সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে মি. রনির মেয়াদি বিমাপত্রটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়। **A**
মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা মারা না গেলে মেয়াদ শেষে তাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. রনি ১০ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করে। বিমা চুক্তির ৫ বছর পর তিনি মারা যান। পরবর্তীতে, মি. রনির মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। এখানে, মি. রনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি মেয়াদি বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিমা চুক্তিতে উলি-খিত সময়ের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ায় বিমা কোম্পানি মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. রনির পরিবার বা মনোনীত ব্যক্তি আর্থিক সুরক্ষা লাভ করে। আবার মি. রনি যদি মারা না যেতেন তাহলে তাকেই বোনাসসহ সকল অর্থ পরিশোধ করা হতো। অর্থ এ বিমাপত্রের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ সুবিধাও পেতে পারতেন। তাই বলা যায়, মেয়াদি বিমাপত্রটি বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষা উভয় সুবিধাই প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব পলক এবং জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক দুই বছরের জন্য দেশের বাহিরে যান। তিনি তাঁর সন্ড়ানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্ড়া করে দুই বৎসরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তাঁর সন্ড়ানেরা বিমাদাবি পাবে। অপরদিকে জনাব কবির বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বিমা কিস্ড়িতে ১৫ বছরের জন্য সাত লক্ষ টাকার একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিমাপত্রে তিনি জীবিত থাকলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমাদাবি পাবেন। **A** *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

A ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
A খ. "জীবন বিমা নিশ্চয়তার চুক্তি" –ব্যাখ্যা করো। ২
A গ. উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. জনাব পলক এবং জনাব কবিরের গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করে? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বয়স ক্রমে প্রতি হাজার লোকের মাঝে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত তালিকা হলো মৃত্যুহার পঞ্জি। এ পঞ্জি অনুসারে জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। **A**

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। **A**
জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু জীবনের হানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যজনিত ক্ষতির বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র। **A**
সাময়িক বিমাপত্র মূলত স্বল্পমেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকার এ বিমার দাবি পেয়ে থাকে। তবে বেঁচে থাকলে বিমা কোম্পানি কোনো অর্থ প্রদান করে না।
উদ্দীপকে জনাব পলক একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য দেশের বাইরে যান। যাওয়ার পূর্বে তিনি তার সন্ড়ানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্ড়া করে দুই বছরের জন্য একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে এ বিমাপত্রের আওতায় তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্ড়ানেরা বিমা দাবি পাবে। অর্থাৎ একদিকে স্বল্পমেয়াদ এবং অন্যদিকে বিমার বৈশিষ্ট্য পুরোটাই সাময়িক বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, জনাব পলক সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্র যথাক্রমে সাময়িক ও মেয়াদি বিমাপত্র। সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি অধিক লাভজনক। **A**
মেয়াদি বিমাপত্র বলতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গৃহীত জীবন বিমাকে বোঝায়। এ বিমার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বোনাসসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়। তবে, বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব পলক ও জনাব কবির দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব পলক ২ বছরের জন্য একটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, জনাব কবির ১৫ বছরের জন্য একটি মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।

জনাব পলকের গৃহীত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি মারা গেলেই কেবল বিমা দাবি তার সন্ড়ানদেরকে অর্থ প্রদান করবে। অন্যদিকে, জনাব কবিরের বিমাপত্রের ক্ষেত্রে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা না গেলেও মেয়াদ শেষে বোনাসসহ আসল অর্থ প্রদান করা হবে। আবার, মারা গেলেও তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদেরকে বিমা দাবি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের বিমাপত্রে আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগ উভয় সুবিধাই রয়েছে। তাই বলা যায়, সাময়িক বিমাপত্রের চেয়ে মেয়াদি বিমাপত্রটি বেশি লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ১২ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে ২,০০,০০০ টাকা বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমাপত্র গ্রহণকালে তিনি তার রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা কোম্পানির নিকট বিষয়টি অবিহিত করেন। বিমা কোম্পানি রোগের তথ্য গোপনের বিষয়টি জানতে পেরে বিমা দাবি পরিশোধ অস্বীকৃতি জানায়। **A**

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]

A ক. স্থলাভিষিক্তকরণের নীতিটি কী? ১

A খ. শস্য বিমার গুরুত্ব লেখো। ২

A গ. জনাব রাশেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. উদ্দীপকে বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্ড়টি কী যৌক্তিক হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিতে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণের পর ঐ ক্ষতিগ্রস্ড় সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষের মালিক হবে বিমা কোম্পানি, এ নীতিকে স্থলাভিষিক্তকরণের নীতি বলে। **A**

খ শস্য বিমা হলো কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। **A**

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হতে পারে। কৃষকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ড় হলে সহজে তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। শস্য বিমার মাধ্যমে এরূপ ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করা সম্ভব। চুক্তিতে উলি-খিত কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে। ফলে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে শস্য বিমার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে জনাব রাশেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। **A**

মেয়াদি জীবন বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়ে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পেয়ে থাকে। আর মারা না গেলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন।

উদ্দীপক জনাব রাশেদ ৪০ বছর বয়সী একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ২ লক্ষ টাকার একটি বিমাচুক্তি করেন। তিনি ১২ বছরের জন্য এ বিমা চুক্তি করেন। অর্থাৎ ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পাবে। আর বেঁচে থাকলে ১২ বছর পর তিনি নিজেই এ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিমার অপরিহার্য নীতি সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক ভঙ্গ করায় বিমা কোম্পানি বিমা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা যৌক্তিক হয়েছে। **A**

বিমার ক্ষেত্র বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কের কারণেই একে অন্যের নিকট বিমা চুক্তির বিষয়ে সকল তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে জনাব রাশেদ একজন ক্যান্সার আক্রান্ড় ব্যক্তি। তিনি তার জীবনের জন্য 'রমনা' বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। তবে, বিমার চুক্তিতে তার রোগের বিষয়টি গোপন রাখেন। চুক্তির ২ মাস পর তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ প্রদানে বিমা কোম্পানি অস্বীকৃতি জানায়।

বিমাচুক্তিতে কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। এখানে জনাব রাশেদ তার রোগের বিষয়টি গোপন রেখে সদ্বিশ্বাসের সম্পর্কের শর্তটি ভঙ্গ করেছে। তাই বিমা কোম্পানি এ চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে। সুতরাং, বিমা কোম্পানির গৃহীত সিদ্ধান্ড়টি আইনসঙ্গত এবং যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ রুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর সাথে মাসিক প্রিমিয়ার প্রদানের বিনিময়ে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা চুক্তি সম্পাদন করেন। ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্ড়ানেরা বিমার অর্থ পাবেন আর বেঁচে থাকলে তিনি অর্থ পাবেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন। **A** *[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ]*

A ক. সাময়িক বিমা কী? ১

A খ. "জীবন বিমা চুক্তিকে কেন নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়"-ব্যাখ্যা করো। ২

A গ. উদ্দীপকে রুমকি আহমেদ কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সে রুমকি আহমেদকে কী তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়, তাকে সাময়িক বিমাপত্র বলে। **A**

খ জীবন বিমার ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় বিধায় একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। **A**

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। সম্পত্তির ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব। কিন্তু জীবনের হানি বা ক্ষতিতে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব নয়। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কারণে বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে বা পঙ্গুত্ব বা বার্ধক্যজনিত কারণে সংঘটিত ক্ষতির বিপরীতে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। তাই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রুমকী আহমেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। **A**

মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা না গেলে তাকেই বিমার অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রুমকি আহমেদ ২০১৫ সালে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে একটি বিমা চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১২ বছর পর্যন্ড় মাসিক প্রিমিয়াম প্রদান করবেন। এ চুক্তি অনুযায়ী ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত সন্ড়ানেরা বিমার অর্থ পাবেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পাবেন। সাধারণত, মেয়াদি জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে বিমার অর্থ মনোনীত ব্যক্তিকে এবং বেঁচে থাকলে তাকে প্রদান করা হয়। এখানে রুমকী আহমেদের বিমার বৈশিষ্ট্য এরূপ হওয়ায় নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিমায় সমর্পণ মূল্য হিসেবে রুমকী আহমেদকে তার দাবিকৃত অর্থ প্রদান করবে। **A**

বিমাগ্রহীতা আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো কারণে প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ হলে বিমা কোম্পানির নিকট তা সমর্পণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়ামের যে অংশ প্রদান করবে তা সমর্পণ মূল্য হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে রুমকী আহমেদ 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট হতে ১২ বছর মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। ৬ বছর পর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তিনি বিমা চুক্তিটি বন্ধের জন্য আবেদন করেন। তিনি প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ২৫% ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

সমর্পণ মূল্য সাধারণত মেয়াদি ও আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে, রুমকী আহমেদের গৃহীত বিমাপত্রটি মেয়াদি বিমাপত্র হওয়ায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাবার অধিকারী। আবার সমর্পণ মূল্য পেতে হলে কমপক্ষে ২ বছর প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এখানে, রুমকী আহমেদ ৬ বছর পর্যন্ড় প্রিমিয়াম প্রদান করায় তিনি এ সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। তাই বলা যায়, সকল শর্ত পূরণ করায় 'মেঘনা' লাইফ ইন্স্যুরেন্স অবশ্যই তাকে সমর্পণ মূল্য হিসেবে এ বিমা দাবি প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶২৭ মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আসাদ নিজের ও তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিন মাসে দুই জনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়। **A** *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

A ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১

A খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

A গ. মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমাপত্র বলে। **A**

খ মেয়াদপূর্তির পূর্বে পলিসি ফেরত দিলে যে মূল্য প্রদত্ত হয় তাকে সমর্পন মূল্য বলে। **A**

উদাহরণস্বরূপ, জনাব রাফিন একটি বিমা কোম্পানিতে ১০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১০ বছর পর্যন্ড় কিস্ড়ি প্রদান করবেন। ৬টি কিস্ড়ি প্রদানের পর কোনো কারণে তিনি বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তিনি এ পলিসি বিমা কোম্পানির নিকট ফেরত দেন। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি তার প্রদত্ত কিস্ড়ির যে অংশ ফেরত দিবে সেটিই হলো সমর্পন মূল্য।

গ উদ্দীপকে মি. আসাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি অনুসৃত হয়েছে। **A**

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার বৈধ অধিকার ও আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এরূপ স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার বিমাপত্র খুলেছেন। এখানে, তার স্ত্রীর অসুখে বা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হলে স্বামী আসাদের আর্থিকভাবে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর মি. আসাদের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ কারণেই তিনি স্ত্রীর নামে জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আসাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া যৌক্তিক। **A**

বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো বিমাগ্রহীতার পেশা। সাধারণত, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের জীবন বিমা পলিসিতে প্রিমিয়াম অধিক হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. আসাদ একজন ব্যবসায়ী এবং তার স্ত্রী মিসেস আসাদ একজন বৈমানিক। মি. আসাদের বয়স ৪০ বছর বং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তবে, মি. আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ১৭,০০০ টাকা এবং তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়াম ২০,০০০ টাকা।

এখানে, মিসেস আসাদের বয়স মি. আসাদের চেয়ে কম। তবে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের হার বেশি। কেননা, মিসেস আসাদের বৈমানিক পেশাটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও বেশি থাকে। তাই এখানে মিসেস আসাদের জন্য গৃহীত বিমাপত্রের প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি হওয়া যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶২৮ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্ড়া করে জনাব হাবিব একটি ৫ বছর মেয়াদি ও কম প্রিমিয়ামের বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই বিমা দাবি পরিশোধ করা হবে। অন্যদিকে জনাব লাবিব একটি ২০ বছর মেয়াদি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন যা মেয়াদের মধ্যে জনাব লাবিব মারা গেলে তার স্ত্রীকে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তাকেই বিমাকৃত অর্থ বোনাসসহ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। **A** *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

A ক. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কী? ১

A খ. কোন নীতির ভিত্তিতে স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২

A গ. জনাব হাবিবের বিমা পলিসি মেয়াদের ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. "জনাব লাবিবের বিমা পত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে"-উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হলো বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান। **A**

খ বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতির ভিত্তিতেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে। **A**

বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা তার অসুস্থতাজনিত কারণে স্বামীর আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। এ স্বার্থের কারণেই স্বামী তার স্ত্রীর জীবনের ওপর এবং স্ত্রী তার স্বামীর জীবনের ওপর বিমা করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসিটি হলো বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র। **A**

বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই শুধু বিমাগ্রহীতা বিমা দাবির অর্থ লাভ করে। আর যদি বিমাগ্রহীতা মারা যায় তবে তার উত্তরাধিকারী কোনো অর্থ পায় না।

উদ্দীপকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা চিন্ড়া করে জনাব হাবিব একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তার বিমা পলিসির মেয়াদ ৫ বছর এবং এর প্রিমিয়ামের পরিমাণও কম। তবে শুধু বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করবে। অর্থাৎ জনাব হাবিবের গৃহীত বিমা পলিসির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা, বিশুদ্ধ মেয়াদি বিমাপত্র সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয় এবং মেয়াদ শেষে শুধু বিমাগ্রহীতাকে অর্থ পরিশোধ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব লাবিবের গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটি একাধারে নিরাপত্তা ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। **A**

সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। আর বিমাগ্রহীতা যদি মারা যায় তাহলে তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারদের বিমার অর্থ প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব লাবিব ২০ বছর মেয়াদি একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী, মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তাকে বোনাসসহ অর্থ পরিশোধ করা হবে। তিনি মারা গেলে তার স্ত্রীকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
এরূপ বিমাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ ও নিরাপত্তা উভয় সুবিধাই পাচ্ছেন। কেননা, ২০ বছর মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার পরিবার বিমার অর্থ পাবে। তাই তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা এ বিমার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট সময় পর বোনাসসহ আসল অর্থ পাবেন। অর্থাৎ তিনি এ বিমা পলিসির মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধাও পাচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶২৯ মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। পেশায় তিনি একজন বৈমানিক। মি. আজাদ নিজের ও তার স্ত্রী নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার দুটি পৃথক মেয়াদি বিমাপত্র খুললেন। এ জন্য তাকে প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি তিন মাসে দুইজনের যথাক্রমে ১৭,০০০ ও ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করতে হয়। **A** *[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

A ক. যৌথ জীবন বিমা কী? ১
A খ. জীবন বিমায় মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহার করা হয় কেন? ২
A গ. মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার কোন নীতিকে অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. বয়স কম হওয়ার পরও মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়া কতটা যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বিমাপত্রের আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হলে তাকে যৌথ জীবন বিমা বলে। **A**

খ মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে অনুমান করার জন্য প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা। **A**
এ তালিকায় নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি হাজারের মৃত ব্যক্তির সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বয়সে মৃত্যুহার বেশি বা কোন বয়সে মৃত্যু হার কম তা এ তালিকা হতে জানা যায়। আর জীবন বিমায় বিষয়বস্তু হলো মানুষের জীবন। তাই মৃত্যু ঝুঁকি বিবেচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য এ তালিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে মি. আজাদ কর্তৃক স্ত্রীর নামে বিমা চুক্তি সম্পাদনে বিমার বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে। **A**
বিমাযোগ্য স্বার্থ বলতে বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এ স্বার্থ না থাকলে বিমা করা যায় না। জীবন বিমার ক্ষেত্রে স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এ স্বার্থ রয়েছে।
উদ্দীপকে মি. আজাদ একজন ব্যবসায়ী। তার বয়স ৪০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তিনি তার স্ত্রীর নামে ২০ বছর মেয়াদি ৩০ লক্ষ টাকার একটি মেয়াদি বিমাপত্র খুলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে বা অসুস্থতাজনিত কারণে বা অন্য কোনো কারণে স্বামী ও তার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। আর এ স্বার্থের কারণেই তিনি তার স্ত্রীর নামে বিমাপত্র খুলতে পেরেছেন। সুতরাং এখানে বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

ঘ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত থাকায় মিসেস আজাদের পলিসিতে প্রিমিয়ামের হার বেশি হওয়াটা যৌক্তিক। **A**
বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বেশি হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে মি. আজাদ নিজের এবং তার স্ত্রীর জন্য দুটি বিমা পলিসি করেন। মি. আজাদের বয়স ৪০ এবং তার স্ত্রীর বয়স ৩৭ বছর। তবে তার নিজের পলিসির প্রিমিয়ামের চাইতে তার স্ত্রীর জন্য গৃহীত পলিসির প্রিমিয়াম বেশি।
এখানে, তার স্ত্রী অর্থাৎ মিসেস আজাদ পেশায় একজন বৈমানিক। এ পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনায় জীবনহানির সম্ভাবনা বেশি। আর এ কারণেই মিসেস আজাদের জন্য গৃহীত বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের হার বেশি এবং তা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩০ জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ ও লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি নিজ নামে ১৫ বছরের একটি জীবন বিমানপত্র গ্রহণ করেন। ২টি কিস্তি পরিশোধের পর জনাব কবিরের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে। **A** *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

A ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কী? ১
A খ. কোন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে? ২
A গ. উদ্দীপকে জনাব কবির কোন ধরনের বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. জনাব কবিরের স্ত্রী কি বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো অতীত মৃত্যুহারের ভিত্তিত ভবিষ্যৎ মৃত্যুহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার একটি সারণী। **A**

খ জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। **A**
মানুষের জীবন সংশি-ষ্ট ঝুঁকি আর্থিকভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থাই হলো জীবন বিমা। কোনো মানুষের মৃত্যুতে তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ আর্থিক দুর্দশার শিকার হয়। জীবন বিমা এ আর্থিক দুর্দশা লাঘব করে। কেননা, জীবন বিমা চুক্তি অনুযায়ী বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে বা অসুস্থতায় বা অন্য কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তার পরিবারকে বা তাকে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। তাই বলা যায়, জীবন বিমা পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকে জনাব কবির মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করেছেন। **A**
মেয়াদি বিমাপত্র মূলত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমার দাবি পেয়ে থাকেন। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই পাবেন।
উদ্দীপকে জনাব কবির ৪০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করছেন। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ নামে ১৫ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিমাচুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছর পর তিনি এ বিমাপত্রের অর্থ পাবেন। আর যদি মারা যান, তাহলে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা এ অর্থ পাবে। অর্থাৎ জনাব কবিরের গৃহীত বিমাপত্রটির বৈশিষ্ট্য মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের অনুরূপ। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জীবন বিমাচুক্তি অনুযায়ী জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী। **A**
জীবন বিমা হলো আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি। পরিবারের উপার্জনকারীদের মৃত্যুতে নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমাচুক্তি করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব কবির নিজ নামে ১৫ বছরের একটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেন। দুটি কিস্তি প্রদানের পর তিনি মারা যান। তার স্ত্রী বিমা কোম্পানির কাছে বিমা দাবি পেশ করে।
পরিবারের কোনো সদস্যদের মৃত্যুতে অন্য সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এখানে জনাব কবিরের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে তার স্ত্রী

ও সন্তানেরা। অর্থাৎ তার স্ত্রী ও সন্তানেরাই বিমার অর্থ পাওয়ার দাবিদার। আবার মাত্র ২টি কিস্তি প্রদান করলেও বিমা চুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছরের মধ্যে তিনি মারা যাওয়ায় বিমা কোম্পানি অবশ্যই বিমা দাবি প্রদানে বাধ্য। সুতরাং, জনাব কবিরের স্ত্রী অবশ্যই বিমা দাবি পাওয়ার অধিকারী।

প্রশ্ন ▶৩১ শরীফ একজন ব্যাংকার। তাঁর অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানির সঙ্গে নিজের নামে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এই বিমাচুক্তি করেন। অন্যদিকে, জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে। **A** *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

A ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১

A খ. দ্বৈত বিমা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

A গ. শরীফ নিজের নামে কীরূপ বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাচুক্তিটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়'- তোমার মতামত দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত সেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। **A**

সহায়ক তথ্য

বিমাপত্রের সমর্পণ বলতে চুক্তিতে উলি-খিত মেয়াদের পূর্বেই বিমা পলিসি ফেরত দানকে বোঝায়।

খ কোনো একক বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে তাকে দ্বৈত বিমা বলে। **A**

উদাহরণস্বরূপ, ১০০ কোটি টাকা মূল্যের একটি জাহাজ একক কোম্পানির নিকট বিমা করা হলে ঐ জাহাজের সম্পূর্ণ ক্ষতিতে বিমা কোম্পানিকে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এ দাবি পূরণ করতে গিয়ে বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একক কোম্পানির পরিবর্তে একাধিক কোম্পানির নিকট ভাগ ভাগ করে বিমা করা যায়। এরূপ ভাগ ভাগ করে একাধিক কোম্পানির নিকট বিমা করাকেই দ্বৈত বিমা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব শরীফ নিজের নামে আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। **A**

আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। পরবর্তীতে বিমা গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমা কোম্পানি বিমা দাবি পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে জনাব শরীফ একজন ব্যাংকার। তার অবর্তমানে পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি বিমা কোম্পানি থেকে একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। মূলত তার অবর্তমানে পরিবার আর্থিক সুবিধা পাবে এ চিন্তা থেকে তিনি এ বিমাচুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি এমন একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন, যেখানে তার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে বিমার অর্থ প্রদান করা হবে। সাধারণত, আজীবন বিমাপত্রের ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, এখানে শরীফ আজীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় বিমাচুক্তিটি হলো সাধারণ মেয়াদি জীবন বিমাপত্র এবং এটি একই সাথে বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষার সুযোগ দেয়। **A**

এরূপ বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীকে বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়। আর মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ প্রদান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব সালমান ১৫ বছর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। কিন্তু ৫ বছর পর দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। জনাব সালমানের স্ত্রী দাবি উপস্থাপন করলে বিমা কোম্পানি তা পরিশোধ করে।

এখানে জনাব সালমান জীবন বিমার সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাই তার মৃত্যুতে বিমাচুক্তি অনুযায়ী তার পরিবারকে আর্থিক প্রতিদান প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিমাপত্রটি আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। আবার, জনাব সালমান যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে শুধু জমাকৃত অর্থ নয়, তিনি বোনাসসহ জমাকৃত অর্থ পেতেন। তাই বলা যায়, এরূপ বিমাপত্র একদিকে বিনিয়োগ এবং অন্যদিকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করেছে।

প্রশ্ন ▶৩২ মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। বিমা চুক্তির সময় বিমা কোম্পানি তাকে বলেন উক্ত সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি এ বিমা দাবির টাকা পাবেন এবং ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যু না হলে তিনি নিজে টাকা পাবেন। এমনকি ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলেও তার মনোনীত ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। **A** *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

A ক. প্রিমিয়াম কী? ১

A খ. বিমা কীভাবে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়? ব্যাখ্যা করো। ২

A গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'X' যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন তা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. মি. 'X' যে বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি কর্তৃক ঝুঁকি গ্রহণের বিনিময় মূল্য হলো প্রিমিয়াম। **A**

খ বিপদের মুহূর্তে আর্থিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়। **A**

যেকোনো সময় মানুষের ব্যক্তি জীবনে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যুতে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরূপ বিপদে অনেকে সান্ত্বনা প্রদান করলেও বস্তুতপক্ষে বিমা প্রতিষ্ঠানই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। কেননা, এরূপ ক্ষতির বিপক্ষে বিমা কোম্পানি আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এভাবে বিমা ব্যক্তি জীবনে মানসিক উৎকর্ষ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকে 'X' যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছেন তা হলো মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি। **A**

মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি বলতে এমন বিমা চুক্তিকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে তাকেই বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করে। তার এরূপ বিমাপত্রে বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবির টাকা পরিশোধ করা হবে। এ সময়ের মধ্যে তিনি মারা না গেলে তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মি. 'X' এর গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মি. 'X' নিঃসন্দেহে মেয়াদি জীবন বিমা চুক্তি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'X' যে মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন তা পুরোপুরি যৌক্তিক। **A**

মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত মূল্য পরিশোধ করা হয়। কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ মূল্য পরিশোধ করা হয়।

উদ্দীপকে মি. 'X' ১০ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকা একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। বিমা চুক্তি অনুযায়ী, ১০ বছর পর তাকে এই ২০ লক্ষ টাকা

প্রদান করা হবে। তবে তিনি এ সময়ের মধ্যে মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।
মেয়াদি জীবন বিমাপত্র সংগ্রহ করায় মি. 'X' একদিকে আর্থিক সুরক্ষা এবং অন্যদিকে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন। কেননা, কোনো কারণে তিনি মারা গেলে তার পরিবার আর্থিক প্রতিদান স্বরূপ ২০ লক্ষ টাকা পাবে। আবার, তিনি বেঁচে থাকলে ১০ বছর পর বোনাসসহ তার বিমার অর্থ ফেরত পাবেন। অর্থাৎ আর্থিক সুরক্ষা ও বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩৩ মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. অমিত বিমানের পাইলট। তিনি দু'বছরের জন্য জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কম। মারা গেলেই শুধু তার নমিনী অর্থ পাবেন। অন্যদিকে মি. মিলন এমন পলিসি খুলেছেন যাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি অথবা না মারা গেলে তিনি নিজেই তার মেয়াদ পূর্তিতে পুরো টাকা পাবেন। এতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশি। কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিতে হবে। তিনি ভাবছেন এতে আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাওয়া যাবে। **A**

[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

A ক. সমর্পণ মূল্য কী? ১
A খ. মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে কোন ধরনের বিমা করে? ব্যাখ্যা করো। ২
A গ. উদ্দীপকের মি. অমিত কোন ধরনের জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মি. মিলন আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন –এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমর্পণ মূল্য হলো বিমাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ, যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় তাকে পরিশোধ করা হয়। **A**

খ মালিক কর্মীদের জন্য একক বিমাপত্রের অধীনে গোষ্ঠী বিমা করে। **A**
গোষ্ঠী বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একক বিমাপত্রের অধীনে বিমা করা হয়ে থাকে। সাধারণত একই স্থানে কর্মরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের বিমা করা হয়। মূলত কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তা করে নিয়োগকর্তা এ ধরনের বিমা করে।

গ উদ্দীপকে মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন। **A**
সাময়িক বিমাপত্র সাধারণ স্বল্পমেয়াদি হয়। এক্ষেত্রে বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তিনি বেঁচে থাকলে কোনো বিমা দাবি পরিশোধ করা হয় না।
উদ্দীপকে মি. অমিত একজন পাইলট। তিনি ২ বছরের জন্য একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। এতে প্রিমিয়ামের হারও কম। তিনি এমন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন যেখানে শুধু মারা গেলেই তার নমিনী অর্থ পাবেন। সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার কম হয় এবং বিমাগ্রহীতা মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, মি. অমিত সাময়িক জীবন বিমাপত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মিলন মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন, যেখানে তিনি আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন। **A**
মেয়াদি জীবন বিমাপত্র বলতে এমন বিমাপত্রকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়কাল বা মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে মি. অমিত ও মি. মিলন দুজন বন্ধু। মি. মিলন একটি বিমা পলিসি খুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা বেঁচে থাকলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমার মূল্য পরিশোধ করা হবে। বিমাচুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন।
এরূপ বিমাপত্রের মাধ্যমে মি. মিলন তার পরিবারের জন্য আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কেননা তার মৃত্যুতে পরিবার যেন অর্থকষ্টে না থাকে, সেই জন্য বিমা কোম্পানি বিমার মূল্য তার পরিবারকে পরিশোধ করবে। অন্যদিকে, তিনি বেঁচে থাকলে এ বিমা পলিসি তার জন্য বিনিয়োগ স্বরূপ। কেননা, মেয়াদ শেষে তার প্রদত্ত সকল প্রিমিয়ামের সাথে বোনাসও প্রদান করা হবে। তাই বলা যায়, মি. মিলন এতে আর্থিক প্রতিরক্ষার পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও পাবেন উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব রিফাত সাহেব তার একটি মেশিন ক্রয়ের জন্য 'সোনালী' বিমা কোম্পানির সাথে ২,০০,০০০ টাকার এবং 'রমনা' বিমা কোম্পানির সাথে ৪,০০,০০০ টাকার বিমাপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত মেশিনটির ২,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের ক্ষতি সংঘটিত হয়। **A** *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

A ক. দায় বিমা কী? ১
A খ. 'নৈতিক ঝুঁকি' কীভাবে বিমা পলিসিতে প্রভাব ফেলে? ২
A গ. উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য কোন ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা কতটুকু? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দুর্ঘটনার কারণে তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি হলে দায় বিমা চুক্তির মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। **A**

সহায়ক তথ্য
কারখানায় কোনো দুর্ঘটনায় শ্রমিকগণ আহত হলে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে মালিক বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে কারখানার মালিক এরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য বিমাচুক্তি করলে তা দায় বিমা হিসেবে গণ্য হবে।

খ নৈতিক ঝুঁকি বিমা পলিসিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। **A**
মানব সৃষ্ট ঝুঁকিই মূলত নৈতিক ঝুঁকি। প্রাকৃতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে নানা বিষয় বিবেচনা করে ঝুঁকি অনুমান করা যায়। তবে নৈতিক ঝুঁকি অনুমান করা অসম্ভব। পণ্য গুদাম বিমা করে পরে পণ্য সরিয়ে আগুন লাগানো ও ক্ষতিপূরণ দাবি মূলত নৈতিক ঝুঁকির দ্বারা সৃষ্টি। তাই সম্পত্তির ক্ষতিতে নৈতিক ঝুঁকির প্রমাণ মিললে বিমা পলিসি অকার্যকর হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব মেশিনের জন্য দ্বৈত বিমা গ্রহণ করেন। **A**
দ্বৈত বিমায় একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করা হয়। এ ধরনের বিমা সাধারণত অধিক মূল্যমানের সম্পদের ক্ষেত্রে করা হয়।
উদ্দীপকের জনাব রিফাত সাহেব একটি মেশিন ক্রয় করেন। জনাব রিফাত মেশিনটির আর্থিক ঝুঁকি নিরসনে এর বিমা করেন। তবে তিনি মেশিনটি দুটি বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করেন। অর্থাৎ জনাব রিফাত একই বিষয়বস্তুর জন্য দুটি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। এটি দ্বৈত বিমাপত্রের সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে মেশিনটির ক্ষতিতে উভয় বিমা কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবে।

ঘ উদ্দীপকে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে দ্বৈত বিমাপত্র গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে। **A**
অধিক মূল্যমানের সম্পদ একটি বিমা কোম্পানির কাছে বিমা করা অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। দ্বৈত বিমার ক্ষেত্রে একটি অধিক মূল্যের সম্পত্তির জন্য কোম্পানির কাছে বিমা করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রিফাত একটি মেশিন ক্রয় করেন। তবে মেশিনের মূল্য অধিক হওয়ায় তিনি দুটি বিমা কোম্পানির সাথে বিমাচুক্তি করেন। এক্ষেত্রে, মেশিনের জন্য একাধিক বিমাপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতিতে নিশ্চিত ক্ষতিপূরণ আদায়।
অধিক মূল্যবান সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতির বিমাকৃত মূল্যও অধিক হয়। সেক্ষেত্রে বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিতে বিমাকারী প্রতিষ্ঠানটি তা পরিশোধে অক্ষম হতে পারে। তাই একটি সম্পত্তির জন্য একাধিক বিমাকারী প্রতিষ্ঠানে বিমা করলে ক্ষতিপূরণ আদায়ে অধিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সুতরাং, মূল্যবান সম্পত্তির আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় দ্বৈত বিমা করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব X এবং জনাব Y দুইজন সরকারি চাকরিজীবী। জনাব X দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবেন। অপরদিকে জনাব Y বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা বিমা কিস্তিতে ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন, সেখানে তিনি মারা না গেলেও নির্দিষ্ট সময় শেষে বিমা দাবি করেন। **A** *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

A ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১
A খ. পুনর্বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
A গ. জনাব X গৃহীত বিমাপত্রটি কোন ধরনের বিমাপত্র? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. জনাব X এবং জনাব Y গৃহীত দুটি বিমাপত্রের মধ্যে কোনটি বেশি লাভজনক বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স সীমায় নির্দিষ্ট এলাকায় প্রতি হাজারে মৃত্যু ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত তালিকাকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে। **A**

খ পুনর্বিমা বলতে পুনরায় বিমা করাকে বোঝায়। **A**
এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি তার গৃহীত ঝুঁকির সম্পূর্ণ বা আংশিক নতুন কোনো বিমাকারীর নিকট অর্পণ করে। এক্ষেত্রে, বিমা কোম্পানি নিজেই বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতা উভয় ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন বা অধিক মূল্যের বিমা পলিসি পুনর্বিমা করে ঝুঁকি বণ্টন করা হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রটি হলো সাময়িক বিমাপত্র। **A**
সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়।
উদ্দীপকে, জনাব X একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ মিশনে সোমালিয়া যান। তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে দুটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মারা গেলেই কেবল তার সন্তানেরা বিমা দাবি পাবেন। সাধারণত সাময়িক বিমাপত্রের ক্ষেত্রেই বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পেয়ে থাকে। এখানেও, জনাব X-এর গৃহীত বিমাপত্রের বৈশিষ্ট্য এরূপ হওয়ায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার গৃহীত বিমাপত্রটি সাময়িক বিমাপত্র।

ঘ উদ্দীপকে জনাব X -এর গৃহীত সাময়িক বিমাপত্র এবং জনাব Y-এর গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের মধ্যে সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রটিই অধিক লাভজনক। **A**
সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিমাকৃত ব্যক্তি মারা গেলে মনোনীত ব্যক্তিকে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়। তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তাকেই বিমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।
উদ্দীপকে জনাব X তার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুটি সাময়িক বিমাপত্র গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জনাব Y ১০ বছরের জন্য তিন লক্ষ টাকায় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করেন। সেখানে উক্ত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে তিনি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জনাব Y সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র গ্রহণ করেন।
এখানে, জনাব X-এর মৃত্যু না হলে তিনি বিমা দাবি হিসেবে কোনো অর্থ পাবেন না। অন্যদিকে জনাব Y মেয়াদ শেষে বিমা দাবি পাবেন। আবার, উভয় বিমাপত্রের ক্ষেত্রে বিমাকারীর মৃত্যু হলে তাদের মনোনীত ব্যক্তি বিমা দাবি পাবেন। অর্থাৎ জনাব Y-এর গৃহীত সাধারণ মেয়াদি বিমাপত্র অধিক সুবিধা প্রদান করে বিধায় এটিই বেশি লাভজনক।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব ইমন একজন চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. থেকে ১৫ বছরের একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত অর্ধবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের কারণে পারিবারিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। এক্ষেত্রে জনাব ইমন বিমা পলিসি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন। **A** *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

A ক. বার্ষিক বৃত্তি কী? ১
A খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি? ব্যাখ্যা করো। ২
A গ. উদ্দীপকে জনাব ইমন কোন ধরনের জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনাব ইমন কি আর্থিক সুবিধা পাবেন বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বিশে-ষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করে তাকে বার্ষিক বৃত্তি বলে। **A**

খ জীবন বিমা হলো নিশ্চয়তার চুক্তি। **A**
এক্ষেত্রে মানুষের জীবনের ওপর ভিত্তি করেই বিমাপত্র করা হয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু হলে তার প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিকভাবে নিরূপণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেয়। এ কারণেই জীবন বিমাকে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব ইমন মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন। **A**
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়। বিমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অথবা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে এক্ষেত্রে বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে জনাব ইমন একজন চাকরিজীবী। তিনি সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে একটি বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছরের জন্য এ বিমা পলিসিটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১৫ বছর পর তাকে বিমাপত্রে উলি-খিত মূল্য পরিশোধ করা হবে। এরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমা করায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনাব ইমন আর্থিক সুবিধা হিসেবে সমর্পণ মূল্য পাবেন। **A**

সমর্পণ মূল্য হলো পরিশোধিত প্রিমিয়ামের সেই অংশ যা বিমাপত্র সমর্পণের সময় বিমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হয়। তবে বিমা পলিসি গ্রহণের পর কমপক্ষে ২ বছর কিস্তির টাকা পরিশোধিত হলেই এ সমর্পণ মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব ইমন সান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হতে ১৫ বছরের জন্য মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি গ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক হিসাবে ১০,০০০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করেন। কিন্তু বর্তমানে পণ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই তিনি বিষয়টি বিমা কোম্পানিকে অবহিত করেন।

এখানে জনাব ইমন ৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত কিস্তি প্রদান করায় তিনি সমর্পণ মূল্য পাওয়ার অধিকারী। কেননা, কোনো কারণে বিমাগ্রহীতা বিমা পলিসি চালিয়ে নিতে অসমর্থ হলো এবং বিমাপত্র জমা দিলে বিমা কোম্পানির সমর্পণ মূল্য প্রদান করে থাকে। এখানে সমর্পণ মূল্য পাওয়ার সকল শর্তই তিনি পূরণ করেছেন। তাই জনাব ইমন তার বিমা পলিসির আর্থিক সুবিধা স্বরূপ সমর্পণ মূল্য পাবেন।

প্রশ্ন ▶৩৭ 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায়: সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভা চলছে। বাংলাদেশের সকল বিমা কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন, তাদের বিমাখাতে সব থেকে বড় সমস্যা সঠিক ভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করতে পারা। এই সমস্যার কারণে তাদের ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক ও সময় উপযোগী মৃত্যুহার পঞ্জি ব্যবহারের বিকল্প নেই। অন্যদিকে, সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তাগণ জানালেন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে তাদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বৃদ্ধিতেই সহায়তা করে না বরং অদৃশ্য রপ্তানিও বৃদ্ধি করে। **A** *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

A ক. বিমাযোগ্য স্বার্থ কী? ১

A খ. কোন মোটর বিমার প্রিমিয়াম হার সর্বাধিক –আলোচনা করো। ২

A গ. মৃত্যুহার বলতে কী বোঝ? তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. অদৃশ্য রপ্তানি কীভাবে বৃদ্ধি পায় –আলোচনা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমার বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। **A**

খ সার্বিক মোটর বিমার প্রিমিয়ামের হার সর্বাধিক। **A**

সার্বিক মোটর বিমার অধীনে অনেকগুলো মোটর ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে বিমা করা হয়। এক্ষেত্রে গাড়ির দুর্ঘটনায় বিমাগ্রহীতার মৃত্যু বা জখমের ক্ষতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া চুরি ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও করা হয়। অর্থাৎ একটি বিমার আওতায় অনেকগুলো ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ বিমায় প্রিমিয়াম হার বেশি হয়।

গ একটি নির্দিষ্ট বয়সে কতজন লোক মারা যায় তার সংখ্যা হলো মৃত্যুহার এবং জীবন বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ। **A**

অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ মৃত্যুহার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ মৃত্যুহার সংবলিত তালিকা মৃত্যুহার পঞ্জি নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় : সমস্যা ও করণীয়' শীর্ষক একটি সভার কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ জীবন বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা জানালেন যে, জীবন বিমা খাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সঠিকভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করতে পারা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের ঝুঁকি বা মৃত্যু ঝুঁকি নিরূপণ করাই এ বিমার প্রধান সমস্যা। মৃত্যুহার পঞ্জিতে কোনো বয়সে প্রতি হাজারে কতজন মারা যেতে পারে তার সম্ভাব্য সংখ্যার উল্লেখ থাকে। যা ব্যবহার করে অধিক ঝুঁকি ও কম ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যায়।

ঘ বিমা ব্যবসায় বিশেষত নৌ বিমা দেশের অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। **A**

মানব জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই হলো বিমা। বিমা মানুষের ব্যক্তি জীবনে, ব্যবসায় সম্প্রসারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বিমা ব্যবসায় নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভার কথা বলা হয়েছে। এখানে সাধারণ বিমা কোম্পানির কর্মকর্তারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিমার ভূমিকার কথা বলেছেন। কেননা, বিমা শুধু রপ্তানি বাড়াতেই সহায়তা করে না, বরং অদৃশ্য রপ্তানিও বাড়ায়।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণত নৌ বিমা প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে। দেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমা খরচও পণ্য মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিমার কারণে অধিক পণ্য মূল্য পাওয়া যায়, যা রপ্তানির আয় বাড়ায়। অর্থাৎ বিমা অদৃশ্যভাবে মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ায়।

প্রশ্ন ▶৩৮ মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। তার মৃত্যুতে কী হবে এ নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকেন। তিনি মনে করছেন, বিমা পলিসি খুলবেন। এতে তিনি প্রিমিয়াম জমা দিতে থাকবেন। বাঁচলেও টাকা পাবেন। আর এর মধ্যে মারা গেলে স্ত্রী পাবে। তার এক বন্ধু বললো, তোমাকে এখানে অনেক প্রিমিয়াম দিতে হবে। তুমি যেহেতু মৃত্যু ঝুঁকির বিপক্ষে প্রতিরক্ষা চাও তাই এমন বিমাপত্র খোলো যাতে খুব কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুঁকি বিমা করতে পারবে। তবে এটা প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। **A** *[গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]*

A ক. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ১

A খ. দ্বৈত বিমা কীভাবে ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়? ২

A গ. উদ্দীপকের মি. আহমেদ প্রথমে কোন ধরনের পলিসি খুলেতে চেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. বন্ধুর পরামর্শ মি. আহমদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ –এ বক্তব্যের যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৃত্যুহার পঞ্জি হলো নির্দিষ্ট বয়সের মানুষের প্রতি হাজারে মৃত্যুর সম্ভাব্য একটি তালিকা। **A**

খ একাধিক বিমা কোম্পানিতে ঝুঁকি বণ্টন করার মাধ্যমে দ্বৈত বিমা ক্ষতিপূরণের অধিক নিশ্চয়তা দেয়। **A**

দ্বৈত বিমা বলতে একই বিষয়বস্তু একাধিক বিমা কোম্পানির নিকট বিমা করাকে বুঝায়। অধিক মূল্যমানের কোনো বিষয়বস্তু একটি কোম্পানিতে বিমা করা হলে ঝুঁকি বেশি হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে ঐ বিমা কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দ্বৈত বিমায় সকল কোম্পানি আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করায় এরূপ ঝুঁকি কম। তাই ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে দ্বৈত বিমা অধিক নিশ্চয়তা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি খুলতে চেয়েছিলেন। **A**

সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ বিমা পলিসি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে তার মনোনীত ব্যক্তি বিমার অর্থ পায়। আর বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই এ অর্থ পান।

উদ্দীপকে মি. আহমদ চাকরি করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। মি. আহমদ তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। তাই তিনি একটি বিমা পলিসি খোলার সিদ্ধান্ত নেন। বিমার শর্তানুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি মারা গেলে বিমার অর্থ তার স্ত্রী

পাবে। আর তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে নিজেই এ অর্থ পাবেন। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মি. আহমেদ প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খোলার সিদ্ধান্ড় নিয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. আহমদের বন্ধু সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দিয়েছে, যা তার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। **A**

সাময়িক বিমাপত্র হলো এরূপ বিমাপত্র যেখানে বিমাগ্রহীতা কেবল মারা গেলেই মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ বিমাগ্রহীতা বেঁচে থাকলে এক্ষেত্রে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় না।

উদ্দীপকে মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন। তার মৃত্যুতে তার পরিবারের কী হবে এ নিয়ে তিনি দুশ্চিন্ড়ায় থাকেন। তাই তিনি প্রথমে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র খুলতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার বন্ধু এমন একটি বিমা পলিসির কথা বলে যেখানে কম প্রিমিয়ামে মৃত্যু ঝুঁকি বিমা করা যায়।

অর্থাৎ তার বন্ধু তাকে সাময়িক বিমাপত্রের পরামর্শ দেয়। মি. আহমদ ছোট চাকরি করেন বিধায় তার আয়ও কম। তাই মেয়াদি বিমার ক্ষেত্রে অধিক প্রিমিয়াম পরিশোধ তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে সাময়িক বিমাপত্রের অল্প প্রিমিয়াম তিনি সহজেই প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া সাময়িক বিমাপত্র মেয়াদি বিমাপত্রের মতো মৃত্যু ঝুঁকি গ্রহণ করে। ফলে মি. আহমদ অল্প ব্যয়ে এবং স্বাচ্ছন্দ্যভাবে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন। তাই বলা যায়, তার বন্ধুর পরামর্শটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ মোস্ড়ফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য। তাই তিনি ১২ বছরের জন্য একটি বিমাপত্র খোলেন তার জীবনের ওপর ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে। সম্প্রতি তিনিসহ তার দুই বন্ধু চুক্তির ভিত্তিতে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ড় থেকে পণ্য আনার জন্য কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবেছেন। **A**

[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

A ক. গোষ্ঠী বিমা কাকে বলে? ১

A খ. জীবন বিমা কোন ধরনের চুক্তি এবং কেন? ২

A গ. মোস্ড়ফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর কোন ধরনের বিমা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. অংশীদারি ব্যবসায় হওয়ায় মোস্ড়ফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বিমা ব্যবস্থায় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনকে একটি বিমাপত্রের আওতায় বিমা করা হয় তাকে গোষ্ঠী বিমা বলে। **A**

সহায়ক তথ্য

উদাহরণস্বরূপ, একই স্থানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য গৃহীত বিমাপত্র হলো গোষ্ঠী বিমা।

খ জীবন বিমায় আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয় বলে একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়। **A**

জীবন বিমা ব্যতীত সকল বিমাই হলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি। জীবন বিমার ক্ষেত্রে কারো জীবনহানি বা পঙ্গুত্বের কারণে ক্ষতি হলে তার প্রকৃত আর্থিক ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি কেউ মারা গেলে বা পঙ্গুত্ব বরণ করলে এ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই একে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মোস্ড়ফা সাহেব নিজের জীবনের ওপর মেয়াদি জীবন বিমা করেছেন। **A**

মেয়াদি বিমাপত্র মূলত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বা এ সময়ে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা দাবির অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোস্ড়ফা সাহেবের কাছে জীবনের নিরাপত্তাটাই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য। তাই তিনি ডেল্টা বিমা কোম্পানিতে ১২ বছরের জন্য একটি বিমা পলিসি খোলেন। তিনি এ বিমা পলিসি তার জীবনের ওপরই করেছেন। তাই ১২ বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলে ডেল্টা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে বিমার অর্থ পরিশোধ করবে। আর যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে ১২ বছর পর তাকেই এ অর্থ পরিশোধ করা হবে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়াদি জীবন বিমার বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তিনি মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে মোস্ড়ফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য জীবন বিমার যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে বলে আমি মনে করি। **A**

যৌথ বিমা ব্যবস্থায় একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবনের বিমা করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বিমা পলিসিকে বহুজীবন বা যৌথ জীবন বিমাপত্রও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মোস্ড়ফা সাহেব এবং তার দুই বন্ধু মিলে একটি সুপার শপ চালু করেন। দেশের নানা প্রান্ড় থেকে পণ্য আনার জন্য তাদের কাউকে না কাউকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। তাই তিনি সকলের নিরাপত্তার জন্য একটি বিমার কথা ভাবছেন।

এখানে মোস্ড়ফা সাহেব সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা চুক্তি করতে পারেন। কেননা, এ বিমাপত্রের মাধ্যমেই তিনি তার নিজের জীবন ও আরো দুই অংশীদারের জীবনের ঝুঁকি একটি বিমা পলিসির আওতায় করতে পারবেন। এতে কেউ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ড় হলে বা কারো জীবনহানি ঘটলে বিমা কোম্পানি অন্য অংশীদারদের আর্থিক প্রতিদান প্রদান করবে। তাই বলা যায়, মোস্ড়ফা সাহেব ও তার বন্ধুদের জন্য যৌথ বিমা চুক্তি উত্তম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমা পত্র খুলেছেন। বিমাকৃত অঙ্কের পরিমাণ ৩,৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানি কর্তৃক ধার্যকৃত প্রিমিয়ামের পরিমাণ হলো ৩,০০০, ৪,০০০, ৫,০০০, ৭,০০০, ৮,০০০, ৯,০০০, ৯,৫০০ ও ১০,০০০ টাকা। **A**

[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]

A ক. বিমাগ্রহীতার সংখ্যা ভিত্তিক বিমাপত্র কয় ধরনের হয়? ১

A খ. বিমার কোন অপরিহার্য শর্তটি আর্থিক হতে হবে? ২

A গ. জাবেদ কোন ধরনের বিমাপত্রের আওতায় আসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

A ঘ. সমকিস্ড়ি পরিকল্পনায় জাবেদের বাৎসরিক কিস্ড়ির পরিমাণ কত হবে? নিরূপণ করো? ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমাগ্রহীতার সংখ্যার ভিত্তিতে বিমাপত্র দুই প্রকার। **A**

সহায়ক তথ্য

যথা: ১. একক জীবন বিমাপত্র ২. বহুজীবন বিমাপত্র।

খ বিমার অপরিহার্য আর্থিক শর্তটি হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। **A**

বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ হলো বিমাযোগ্য স্বার্থ। বিমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা যদি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ধরে নেয়া হয় উক্ত বিষয়ে বিমাযোগ্য স্বার্থ জড়িত। এরূপ বিমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বিমা চুক্তি করা যায় না।

সহায়ক তথ্য

জেবিনের বাড়ি আগুনে পুড়ে গেলে নোভেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে জেবিন। তাই বাড়িটিতে জেবিনের বিমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। নোভেরার বিমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এ কারণে বাড়িটি জেবিনই বিমা করার অধিকার রাখে।

গ জাবেদ মেয়াদি জীবন বিমাপত্রের আওতায় আসবে। **A**
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থে মেয়াদি জীবন বিমাপত্র করা হয়। এ বিমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয় বরং নিশ্চয়তার চুক্তি।
উদ্দীপকে ৩৫ বছর বয়সী জাবেদ ৮ বছর মেয়াদি একটি জীবন বিমাপত্র খুলেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের বিমাপত্র হলো মেয়াদি জীবন বিমাপত্র। এ বিমাপত্রের উলে-খ মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহীতা মারা গেলে বিমা কোম্পানি তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তিতে উলি-খিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে। আর বেঁচে থাকলে মেয়াদ পূর্তিতে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত অর্থ পায়। উদ্দীপকে জাবেদ যে বিমাপত্রটি করেছেন তার মেয়াদ ও বিমাকৃত অঙ্ক নির্দিষ্ট। তাই এটি মেয়াদি জীবন বিমাপত্র।

ঘ সমকিস্তি পরিকল্পনায় জাবেদের বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ নির্ণয়: **A**
আমরা জানি,

$$\text{সমকিস্তিতে বাৎসরিক কিস্তি} = \frac{\text{মোট পরিশোধিতকৃত কিস্তির পরিমাণ}}{\text{বিমার মেয়াদকাল}}$$

এখানে, মোট পরিশোধিত কিস্তির পরিমাণ হবে প্রতি বছর পরিশোধিত কিস্তির যোগফল।
বিমার মেয়াদ = ৮ বছর
∴ mgwKwÕ¦GZ evrmwiK wKwÕ¦ =
Error!

$$= \frac{৫৫,৫০০}{৮}$$

= ৬,৯৩৭.৫০ টাকা
অর্থাৎ সমকিস্তি পরিকল্পনার বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ হবে ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।
উত্তর : ৬,৯৩৭.৫০ টাকা।

প্রশ্ন ▶ ৪১ গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালের শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হলে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিলেন। নিহতের পরিবার স্বজনদের ফিরে না পেলেও বিমার অর্থ পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে। **A**
[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

A ক. বোনাস কী? ১
A খ. মৃত্যুহার পঞ্জি কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
A গ. গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের আরোহীদের জন্য কোন ধরনের জীবন বিমা করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
A ঘ. 'প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না'। বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমা কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে বিমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে বোনাস বলে। **A**

খ নির্দিষ্ট বয়স সীমায় প্রতি হাজারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত সারণীকে মৃত্যুহার পঞ্জি বলে। **A**
অর্থাৎ কোন বয়স সীমায় মৃত্যু হারের সংখ্যা কেমন কিংবা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা সারণী থেকে জানা যায়। সাধারণত অধিক বয়স সীমায় মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই অধিক বয়স সীমার লোকদের জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামও বেশি হয়ে থাকে। বিমা কোম্পানির বিমা প্রিমিয়াম নির্ধারণে এ মৃত্যুহার পঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস আরোহীদের জন্য যৌথ বিমা করেছিল। **A**
যৌথ বিমা পলিসিতে একই বিমা পলিসির আওতায় একাধিক ব্যক্তির জীবন বিমা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় বিমা কোম্পানি একই সাথে একাধিক জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে।
উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনস হলো একটি রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা। ২০১৬ সালে এ সংস্থার একটি বিমান প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত হয়। এতে যাত্রী, ক্রুসহ সবাই নিহত হয়। তবে বিমান সংস্থাটি ৪৪ জন বিদেশি যাত্রী, কেবিন ক্রুসহ সবার জীবনের জন্য বিমা করেছিল। অর্থাৎ বিমান সংস্থাটি এরূপ বিমা পলিসি নিয়েছে যেখানে একটি বিমার আওতায় সকলের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বলা যায়, বিমান সংস্থাটি যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে "প্রশান্ত মহাসাগরে বিধ্বস্ত বিমানের যাত্রীদের জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা যাবে না" –উক্তিটি যৌক্তিক। **A**
ব্যক্তিগত বিমা ব্যতীত সকল বিমাই ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কেননা, ব্যক্তিগত বিমা ছাড়া অন্য সকল বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।
উদ্দীপকে গ্রীন বাংলা এয়ারলাইনসের একটি বিমান ২০১৬ সালে বিধ্বস্ত হয়। এতে সকল যাত্রী ও কেবিন ক্রুসহ সবাই নিহত হয়েছে। তবে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ওপর যৌথ বিমা পলিসি গ্রহণ করেছিল।
এখানে বিমান সংস্থাটি সকলের জীবনের ঝুঁকিই একটি জীবন বিমা পলিসিতে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের জীবনের আর্থিক ক্ষতি কখনই নিরূপনযোগ্য নয়। তাই বিমা কোম্পানি কখনই এসকল জীবনহানির ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করতে পারবে না। বরং, বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে একটি নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তির পরিবর্তে নিশ্চয়তার চুক্তি বলা যায়।